বিচিত্র বিলাস।

ব্রজলীলা।

শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

গুপ্তযন্ত্র, ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন।

সম্বৎ ১৯৩০।

বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাবৃত্তগত প্রবন্ধ অথবা আধুনিক কবিদিগের স্বকপোল কল্পিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রকৃতরূপে তাহার অভিনয় সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রীতিলাভ করা অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কারণ অর্থসাধ্যতা প্রযুক্ত অভিনয় স্থলে প্রবেশ করিতে সাধারণের ক্ষমতা নাই। যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস দৃশ্য কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিতান্ত বিরক্তিকর, কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃগণ, সামান্য লোকের প্রীতিপ্রদ রহস্য সাধনের উদ্দেশে প্রবন্ধগত প্রকৃত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, নানা প্রকার কদর্য্য রঙ্গভঙ্গী ও নিতান্ত অবিধেয় বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে। প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইল, আমি সাধারণের নির্দ্দোষ প্রীতি সাধন মানসে প্রকৃত প্রবন্ধের অনুগত হইয়া প্রথমতঃ স্বপ্নবিলাস তৎপরে দিব্যোন্মাদ নামে ব্রজলীলাত্মক দুইখানি সঙ্গীত-বহুল নাটক রচনা করি, মুড়াপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং একরামপুর ও আবদুল্লাপুর নিবাসী মহোদয়গণের সমগ্র প্রযত্নে উহা অভিনীত ও তৎপরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি। অনন্তর আমি পুনর্ব্বার ঢাকানগর নিবাসী কৃতবিদ্য ধনী সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণের উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া প্রায় বর্ষত্রয় অতীত হইল পদকল্পতরু ও চমৎকার চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থদ্বয় অবলম্বন পূর্ব্বক "বিচিত্র বিলাস" নামে এই নাটক খানি প্রণয়ন করি, কোণ্ডাবাসী কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ইহার অভিনয় ব্যাপার সুন্দররূপ সমাধা করিয়াছিলেন। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুগণের পরামর্শে ইহাকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। অভিনয়ানুরাগী সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকটে ইহা স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদের ন্যায় সমাদরে পরিগৃহীত হইলেই পূর্ণাভিলাষ হইতে পারি।

জেলা নদীয়া,
ভাজনঘাট। } শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী।

গানের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

= টেঁক। — অন্তরা। [ ] উপজ। " " ফাঁক।
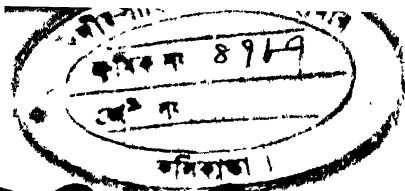
বিচিত্র বিলাস।

মঙ্গলগীত।

শ্রীশ্রী গৌর চন্দ্র।

(রাগ বেহাগ। তাল বড় চৌতাল।)

মজরে মানস-ভৃঙ্গ, গৌরাঙ্গ পদারবিন্দে।
বৃথা ভ্রম ভবারণ্যে, বিষয় কেতকী গন্ধে॥
রাগ পরাগে হয়ে অন্ধ, মায়া কাঁটায় হবি বন্ধ,
ক্রমেতে ঘটিবে মন্দ, পাবিনে সুখ মকরন্দে॥

(অন্তরা।)

গৌর করুণাময়,
তরুণ-অরুণ-কিরণ-নিন্দিত হেম বরণ,
অরুণ নয়ন, অরুণ বসন।

(তাল সুরফক্ক।)

—মাধুর্য্যেতে ইন্দু কোটী, গাম্ভীর্য্যেতে সিন্ধু কোটী,
বাৎসল্যে জননী কোটী, বদান্যে কামধেনু কোটী;

(ধ্রুপদ।)

– দয়ালের শিরোমণি, যারে করে চিন্তা মুনি,
এসে সে প্রেম-চিন্তামণি, বিলাইল জীববৃন্দে।

(২য় অন্তরা।)

(সোওয়ারি।)

=ভাব-পারাবার গোরা, রাধা-ভাবে সদাই ভোরা,
দুনয়নে বহে ধারা, যেন সুর-ধুনীর ধারা ;

(ছোট চৌতাল।)

—মান-ভরে হরি পরিহরি, সহচরী-করে ধরি,
যেমন করি বিলাপে কিশোরী ;

(সোয়ারি।)

—তেমনি করি গৌরহরি কাঁদে উন্মাদীর পারা ;

(যৎ)

—ক্ষণে বলে উচ্চরায়, ওহে স্বরূপ শ্যামরায়
— মরি মরি মরি মম প্রাণ হরি
কোন্ কাননে ধেনুচরায়,
একাবর দেখাইয়ে বাঁচাও ত্বরায়।

(খয়রা।)

—ক্ষণে বলে সখি! দেখ দেখ দেখি,

অপূর্ব্ব রূপসী কে আসিছে দেখি,

'বুঝি' মান ভাঙ্গিবার আশে, এ নিবাসে আসে,

নারী-বেশে শ্যামরায়।

(ধ্রুদপ।)

=ক্ষণে নাচে বাহু তুলে, জিতং জিতং জিতং বলে,

ভেসে যায় নয়নের জলে; পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে॥

প্রস্তাবনা।

শুন হে রসিকগণ! রসামৃত আস্বাদন—

কর, তর্ক-গরল ত্যজিয়ে।

অভাজন জন ভাষে, রসাভাস দোষাভাসে,

শুধিবে করুণা প্রকাশিয়ে॥

কৃষ্ণলীলা-পারাবার, সাধ্যকার বর্ণিবার,

অনন্ত না পায় অন্ত যার।

আমি রাঙ্গা টুনী তাতে, নিজ তৃষা ঘুচাইতে
স্পর্শিমাত্র, সেও কৃপা তাঁর ॥
ব্রজপুর-পুরন্দর- নন্দন শ্যাম সুন্দর,
প্রকট হইয়ে নন্দীশ্বরে।
দাস সখা মাতা পিতা, যত গোপের বনিতা,
সবাকার বাঞ্ছা পূর্ণ করে ॥
বৃন্দার সেবিত বন, নাম তার বৃন্দাবন,
নিত্য তথা করে গোচারণ।
সখা সহ করে খেলা, গিরি কুঞ্জে করি মেলা,
সুকৌশলে লয়ে গোপীগণ ॥
'একদা' না হইতে ভাণূদয়, মিলে সখা সমুদয়,
মন্ত্রণা করেন বসি সবে—
নিত্য মোরা কানু ভাই, সেধে সেধে নিয়ে যাই,
আজি কানু মোদের সাধিবে ॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সখাগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। ভাই সুবল! ঐ দেখ সূর্য্যদেব পূর্ব্ব-দিক্ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে উদয় হয়েছেন, তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছ কেন? শীঘ্র গোচারণে যাবার উদ্যোগ কর।

সুবল। আজ আমরা ভাই কানাইকে আন্তে নন্দালয়ে যাব না, দেখি দিকি কানাই এসে সবাইকে সেধে নিয়ে যায় কি না।

শ্রীদাম। (চকিত হয়ে) ঐ শুন দাদা বলদেব ঘন ঘন শিঙ্গার ধ্বনি কচ্ছেন, সখাগণ! আর বিলম্ব করা হবে না, বলাই দাদার রাগ ত জান।

(রাগিণী ললিত। তাল রূপক।)

চল যাই ভাই, সভাই ভাই

কানাইকে আন্তে।

দাদা হলধরে, ডাকে শিঙ্গার স্বরে,
তাত হবে মান্তে ॥
(খয়রা।)
—আর কি সাজে ব্যাজ, ত্বরায় কর সাজ,
নিয়ে রাখাল-রাজ, বিপিনেতে যাই ;
তা নৈলে ভাই আজ রাখাল-সমাজ হোতে
মেরে ধোরে তাড়াবে বলাই।
=সে রাঙ্গা নয়নে, চাহে যার পানে,
সে পারে জান্তে ॥১
—'ও ভাই' কানাই মোদের প্রাণ,
সে বিনে সে বনে কেবা রাখে প্রাণ,
তার প্রতি কি ফল বিফল অভিমানে ;
'যখন' বিষজল পান—কোরে গেল প্রাণ,
সে না দিলে প্রাণ, বাচ্তাম কেমনে।
='কর' এই প্রতিজ্ঞা তবে, আজ যদি সাধাবে,
ভিন্ন হব সবে যেয়ে বনান্তে ॥ ২

সুবল। ভাই শ্রীদাম! ভাল বলেছ, তবে চল নন্দালয়ে যাই।

(সখাগণের নন্দালয়ে প্রবেশ।)

সখাগণ। (শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) এতক্ষণে কি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হোলো?

শ্রীকৃষ্ণ। সখাগণ! আমি অনেকক্ষণ ঘুমে থেকে উঠেছি, তোমরা এখনও এলে না কেন, তাই ভাব্‌ছিলাম।

সখাগণ। ভাই কানাই! কৈ গোচারণে যাবার ত কোন উদ্যোগ দেখছিনে, আজ্‌ বুঝি তোর বনে যাওয়ার ইচ্ছা নেই?

(রাগিণী ললিত যোগিয়া। একতালা।)

আজ বনে যাবি কি না যাবি কানাই,
ও তাই জানিতে এসেছি;
এমন ভাবিসনে মনে তোরে নিতে এসেছি।
—সেধে সেধে নিতুই নিতুই,
না নিলে যাবিনি কি তুই,
আমরা কি ভাই তোদের এতই কেনা নফর হয়েছি॥
—উঠিল গগনে বেলা, ছুটিল সব ধেনু মেলা,
বয়ে গেল খেলার বেলা, এখনও কয়লিনে মেলা,

=আজ কাননে যেয়ে গোপাল! ভিন্ন কোরে দিব গো-পাল
দিনেক দুদিন একা গো পাল, 'সবে' এ মন্ত্রণা করেছি॥১
-কাননে কাল্ খেলায় হেরে, বয়েছিলে কাঁদে কোরে,
সেই কথা কি মনে কোরে, বসিয়ে রয়েছ ঘরে;
=এ যে তোর অন্যায় ভারি,আমরাওত ভাই খেলায় হারি,
দশদিন তোরে কাঁদে করি,'না হয়' একদিন কাঁদে চোড়েছি॥২

সুবল। (সাভিমানে) ভাই কানাই! ঐ দেখ গাভী বৎস সকল বনে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বারম্বার হম্বারব কচ্ছে, ওদিকে দাদা বলদেব ঘন ঘন শিঙ্গার ধ্বনি কোচ্ছেন, তুমি গোচারণে যাবে কি না শীঘ্র কোরে বল, আমরা আর বিলম্ব কোর্ত্তে পারিনে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সানুনয়ে) ভাই সুবল! অকারণে কেন তোমরা আমার প্রতি রোষ প্রকাশ কোচ্ছো? তোমরা ত সকলই জান, মা আমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে পাগলিনীর মত হন্; আমি শুয়ে থেকে স্বপনেও তোমাদের সঙ্গে খেলা করি, তোমাদের

নিয়ে গোচারণে যাব তাতে কি আমার অসাধ?

(রাগিণী ঝিঁঝিট। আড়া।)

সাধে কি বিলম্ব করি যাইতে কাননে,
'ভাইরে' বৃথা অনুযোগ কর সবে অকারণে।
=মা যে আমায় দেয় না বিদায়,
ভাইরে সুবল হোলো কি দায়,
বুঝায়ে মায়, নে ভাই আমায়,
তা নৈলে বল্ যাই কেমনে॥

(খয়রা তাল।)

—জননীর বাঞ্ছা গৃহেতে রাখিতে,
ভাইরে তোদের বাঞ্ছা কাননেতে নিতে,
কিন্তু আমার বাঞ্ছা সবার মন তুষিতে,
এক দেহে তা বা ঘটে কি মতে।
=যদি বলি যাই মা গোঠে,
অমনি যে মা কেঁদে ওঠে,
'আবার' না গেলে ভাই, তোমরা সবাই,
কত দুখ কর মনে॥ ১

শ্রীদাম। ভাই কানাই, তুমি যে উভয় শঙ্কটে পড়েছ, তা আমরা বেস্ বুঝেছি, আচ্ছা ভাই আমরা মা যশোমতীকে বুঝিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। (যশোদার নিকট গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সখাগণ। (কৃতাঞ্জলি হোয়ে) মাগো যশোদে! আমরা প্রণাম করি।

যশোদা। (সাদরে) কে ও শ্রীদাম, ও কে সুবল? এস এস বাছা সকল চিরজীবী হও, আমার গোপালের সঙ্গে খেলা কোর্ত্তে এসেছ?

সখাগণ। মা ব্রজেশ্বরি! আমরা ঘরে বোসে খেলা কর্ব্বো না, বড় আশা কোরে এসেছি, আজ ভাই কানাইকে নিয়ে গোচারণে যাব।

(রাগিণী ভৈরবী। রূপক)

ওমা ব্রজেশ্বরি গো।

তোমার নীলরতনে, দিতে মোদের সনে,

কোরোনাকো মনে কিছু ভয়,

=বেলা অবসান হোলে আনিয়ে দিব গোপালে,
মা তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয়।
(খয়রা।)
—সোঁপে দেগো মোদের হাতে,
রাখ্‌বো সদা সাথে সাথে,
সেধে সেধে দিব খেতে, ক্ষীর সর নবনী;
সকলে ফিরাব ধেনু, বাজাইয়ে শিঙ্গা বেণু,
ছায়াতে রাখিব কানু, তাপিত হোলো অবনী,
=শিলা কণা কুশাঙ্কুরে, লব সদাই কাঁদে কোরে,
তাই করিব বনান্তরে যাতে সুখে রয়॥ ১

যশোদা। বাপ্‌ শ্রীদামরে! আমি প্রতিদিন গোপালকে বনে পাঠিয়ে কেমন কোরে প্রাণ ধোরে থাক্‌ব, বাছা সকল, আমি তোদের ক্ষীর, সর, নবনী, দিচ্ছি তোরা আজ্‌ এইখানে বোসে খেলা ধূলো কর্‌।

শ্রীদাম। মাগো! তুমি ভাই কানাইকে গোচারণে পাঠাতে কেন এমন ভীত হোচ্ছ, তোমার গোপাল সামান্য ছেলে নয়; মাগো,

কোন ভয় কোরোনা, হাসি মুখে ভাই কানাইকে সাজিয়ে দেও আমরা বনে গিয়ে খেলা কোর্ব্বো।

যশো। বাপ্‌রে! আমি গোপালকে বনে পাঠাতে সাধে কি এমন করি, আমার যে কপাল বড় মন্দ, তাইই যদি না হবে, তবে অবোধ কাঁচা ছেলের উপর কংশ রাজা এরূপ নিষ্ঠুর কেন হবেন, কৈ আমি ত মনেও কখন কার মন্দ করিনি। হায় যে, মা আমাকে চাঁদ ধোরে দে বোলে কেঁদে ওঠে, যে মা বোলে আজও চেয়ে খেতে জানে না, যে ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না, তারও আবার শত্রু; বিধাতা এ অভাগিনী চির দুঃখিনীর ভাগ্যে যে কি সর্ব্বনাশ লিখে-ছেন, তা তিনিই জানেন।

শ্রীদাম। মাগো, তোমার গোপাল যদি সামান্য ছেলে হোতো, আর মা কাত্যায়নী যদি সহায় না থাক্‌তেন, তা হলে কি পূতনা অঘাসুর

প্রভৃতি নিদারুণ কংশচরদের হাতে রক্ষে ছিল ? তুমি কিছু চিন্তে কোরোনা।

যশো। শ্রীদামরে ! আমি জগজ্জননী কাত্যায়নীর সাধন কোরেই বাছাধন গোপালকে পেয়েছি, মনে মনে জানি যে তাঁর দেওয়া ধন তিনিই রক্ষে কর্ব্বেন, তবু যে মন কেন বোঝেনা তা কেমন কোরে বোল্‌বো, বাছারে, আজ তোমরা গোপালকে রেখে যাও, কাল্‌ আমি বেস্‌ কোরে সাজিয়ে গুজিয়ে দেব, তোমরা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেও।

শ্রীদাম। মাগো ! আমরা কেন যে ভাই কানাইকে নেবার জন্য এত জিদ্‌ কোচ্ছি ; তা কি তুমি জান না ? যে দিন আমরা বিষজল পান কোরে সকলে অচেতন হোয়ে পড়েছিলাম, যদি ভাই কানাই সঙ্গে না থাক্‌তো তবে সে দিন কে আমাদের বাঁচাতো ?

সুবল। মাগো! আমরা গোচারণে গিয়ে কোন গাছের তলায় সকলে মিলে খেলা করি, খেলা কোর্ত্তে কোর্ত্তে বড় ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়, অমনি ভাই কানাইকে বলি, কানাই তখনই কোথা হোতে সুমিষ্ট ফল ও শীতল জল এনে সকলের জীবন রক্ষে করে। মাগো, এত গুণের ভাই কানাইকে ছেড়ে কেমন কোরে বনে যাব?

সুদাম। মাগো, আমরা বনে যেয়ে সকলে খেলায় মত্ত হোয়ে পড়ি, আমাদের গাভী বৎস সকল কে কোথায় যায় তা আমরা কিছুই দেখিনে, খেলা ভাঙ্‌লে ভাই কানাই যেই বাঁশীর শব্দ করে, যে যত-দূরে কেন যাক্ না, অম্‌নি উচ্চপুচ্ছ হোয়ে হাম্বারব কোর্ত্তে কোর্ত্তে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। মাগো, এই সকল গুণেই আমরা ভাই কানাইকে রাখালরাজ বোলে ডাকি, (যশোদার চরণ ধারণ পূর্ব্বক)

রাখালরাজকে রেখে আমরা কিছুতেই যাব না।

যশোদা। রাখালগণ, যদি তোমরা নিতান্তই গোপালকে নিয়ে যাবে তবে বলরামকে ডেকে আন, (বলরামকে দেখে) বলরামরে, (কৃষ্ণের হস্ত বলরামের হস্তের উপর সমর্পণ পূর্ব্বক) অভাগিনীর প্রাণ তোর হাতে হাতে সোঁপে দিলাম।

(রাগিণী ভৈরবী। খয়রা।)

ধর নে বেণু ধর,

দেখো রেখো বনে কাছে হলধর।

—পলকে পলকে, হারাই যে বালকে,

তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধর।

—তোরা ত বনে কানু নিবিরে,

যায়না যেন বাছা নিবিড়ে,

দেখেছি স্বপন, ভীত হয় মন,

কংস-চরে চরে নিবিড়ে;

=তাই বলি হলি! থেকো সচকিত,
বনে যেন ঘটেনা রে বিপরীত,
'দিলাম' দুধের গোপালে, চরাতে গো-পালে,
না জানি কপালে কিবে ঘটে মোর॥ ১
—গোঠে মাঠে যেয়ে ওরে বাছা রাম,
মাঝে মাঝে সবে করিবে বিরাম,
প্রবল হোলে রবি, তরুতলে রবি,
অনিলেতে সবে হবি এক ঠাম,
=নিকটে নিকটে চরাবি গোগণ,
ক্ষণে ক্ষণে বাছা দেখোরে গগণ,
যদি সাজে ঘন, সগণে সঘন,
নিয়ে ধেনু বৎস আসিবেরে ঘর॥২
(সখাগণের গোচারণে প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরাধা-সদন।

ললিতা। ওগো রাধে! ও বিধুমুখি! আজ যে বড় নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে আছিস্?

শ্রীমতী। ললিতে ও বিশাখে! তোরা আমাকে কি কোর্ত্তে বলিস্?

বিশাখা। আমাদের বাক্য তবে শুন চন্দ্রাননে।
বন্ধুর সময় হোলো যাইতে কাননে॥
বেণু শুনে না ধরিবি ধৈরযের লেশ।
এখনি সাজাই আয় নটিনীর বেশ॥

(রাগিণী মনোহরসহী। লোফা।)

আয় আয় বিনোদিনি!
বেস কোরে বেশ কোরে দিগো তোরে।
তোরে এম্নি কোরে সাজাইব,
সে বেশ বারেক হেরে যেন মনোহরের মন হরে॥

='কেন বলি' ও তুই শুনিলে সে মোহন বাঁশী,
অমি হবি বনবাসী,
'তখন' বসন ভুষণ রাশি এসব পোড়ে রবে গৃহান্তরে॥
(দশ কুসী।)
—'ধনি!' না বাজিতে কানুর বেণু,
কুঙ্কুমে মাজিয়ে তনু,
রতন ভূষণ পরাইব [যে অঙ্গে যা সাজে গো]
বেঁধে দিব লোটন খোঁপা,
পৃষ্ঠে ঝুল্‌বে দোলন ঝাঁপা,
পাশে পাশে কণক চাঁপা দিব॥
—'ধনি!' নট খঞ্জন গঞ্জন-নয়নে দিব অঞ্জন,
শ্যাম মনোরঞ্জন করিতে।
[শ্যাম মনোমোহিনি গো]
'ও তোর' রাঙ্গাপায়ে যাবক দিয়ে,
নীলাম্বর পরাইয়ে, তিলক রচিব নাসিকাতে॥
[রাই আর বিলম্ব করিস্‌ নে]
=ধনি ধৈরয ধোরে, বেদীর উপরে,
এসো বোসো অবিলম্বে শ্যামমনোহরে!

(পয়ার লোফা।)

ললিতা। শুনগো রূপমঞ্জরি! তুমি বাঁধগো কবরী,

সিন্দূর পরাও মঞ্জুলালি!

কস্তূরিকে! সাবধানে, কুণ্ডল পরাও কাণে,

হেরি হৃষ্ট হবে বনমালী॥

রতি! পরাও মতিহার, রস! দেও চুরিতার,

রত্নকাঞ্চী পরাও লবঙ্গ!

গুণ! কমল চরণ, যাবকে কর রঞ্জন,

দেখে সুখী হবে যে ত্রিভঙ্গ॥

"না হইতে সাজ সারা, নগরে পড়িল সাড়া—

গোঠে যায় শ্যাম সুধাকরে।

শুনিয়ে বেণুর ধ্বনি, ব্যাকুল হইয়ে ধনী,

কহিছে সখীর করে ধোরে—॥"

শ্রীমতী। (চকিতা হোয়ে) সখীগণ! ঐ শোন

কি মধুর বংশীধ্বনি হোলো।

(রাগিণী বেলোড়। তেওট্।)

ঐ যায় গো ঐ যায়

বিপিন বিহারী হরি বিপিন বিহারে।

=পাতিয়ে শ্রবণ, কর্ গো শ্রবণ,
নাম ধোরে বাজিছে ঘন, বন্ধুর বংশী মধুর স্বরে।
"—সখি!" ঝট পরিহর বেশ ;
"চল" যাইয়ে সত্বরে; অট্টালিকোপরে,
হেরি মনোহরের মনোহর বেশ,
যার প্রেমাবেশে, বানাও এ বেশ,
এবে সে করেগো কাননে প্রবেশ,
হয়েছে যে বেশ, সেই বেস্ বেস্,
"সখিরে!" আগে দেখায়ে সে বেশ,
শেষে কোরো বেশ।
=ব্যাজ কি আর সাজে, কাজ কি আর সাজে,
"সে ধন আমার" রাখাল মাঝে, রাখাল সাজে,
চলেগো ভুবন আলো কোরে॥

শ্রীমতী। (ব্যস্ত হয়ে) হায় হায় সখীগণ! এমন সুখের সময় কেন এমন হোলো গো? (ললিতার স্কন্ধে বাহু সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীমতীর মূর্চ্ছিতার ন্যায় পতন)

ললিতা। ওমা এ আবার কি ;—

(ঝিঁঝিট। খয়রা একতাল।)

ওগো রাধে!

ধনি, তোরে নিয়ে মোদের হোলো একি বিষম দায়।

"শ্যামকে" না দেখিলে মর্ব্বি,

দেখ্‌লেও এমন কোর্ব্বি,

"রাধে" তবে কিসে জীবন ধোর্ব্বি,

না দেখি উপায়॥

=শুনিয়ে মুরলী পাগলিনী হোলি,

উপেক্ষিয়ে বেশ শ্যাম দেখিতে এলি,

ভাল এলি এলি, নয়ন ভোরে আলি! দেখ্‌বি বনমালী

কি হোলোগো তায়॥

—মোরা ভাবি শ্যামকে তোকে রাখ্‌বো সুখে,

তাঁর সুখে তোর সুখে আমরাও থাক্‌বো সুখে,

এত দুখে যদি পাওয়া গেছে সুখে,

ক্রমেই সুখের বৃদ্ধি হবে সুখে।

=কেবা জানে ধনি! এমন দশা তোর,

দুখে সুখে হবি সমানই কাতর,

"ও তোর" দেখে দুখের কান্না,

প্রাণ না কাঁদে কারনা,

"কিন্তু" সুখের কান্না দেখে অঙ্গ জ্বোলে যায় ॥

বিশাখা। (শ্রীমতীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) ওগো রাধে! শ্যামরূপ দর্শন কোরে কোথা সুখী হবি, তাতে এ আবার কি দেখি?

শ্রীমতী। (অশ্রু বর্ষণ করতঃ) সখি! আমার ধ্যান, জ্ঞান, সাধন, সকলেরই ফল ঐ শ্যামরূপ দর্শন, তাতে যে আমি কেন এমন হোলেম তা কি শুন্‌বি? তবে আমার দুঃখের কথা বলি শোন্—

(রাগিণী দেবগিরি। খয়রা একতালা।)

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরূপম,

নয়ন ত মম মনো মত নয়;

"যখন" নয়নে নয়ন,

মন সহ মন হোতেছিল সম্মিলন,

নয়ন পলক দিলে এমন সুখেরই সময়।

দরশনের বাদী ত্রিবিধ বৈরী,

বল কেমন কোরে প্রাণ ভোরে হেরি,

আমার ঘরে গুরুলোক, নয়নে পলক,
সুখে উপজয় শোক, "আবার"
আনন্দ মদন দুইই হৃদয়ে জাগয় ॥

(লোফা)

—বিধি জানে না বিধিমত সৃজন,
[সখি ! নয়নের বা কি দোষ কি দিব,
—অরসিক বিধি] যে, দেখিবে কৃষ্ণানন,
তারে কোটী নেত্র না দেয় কেন গো ;
যদি দিলে দুটী নয়ন,
তাতে কেন দিলে আবার পক্ষ-আচ্ছাদন।

(দশ কুশী)।

—"সখি" কি তপ করিয়ে মীন,
"পেলে" দুটী চক্ষু পক্ষহীন,
[আমায় বোলে দেগো—
তোরা যদি জানিস্ মা—
মীনের তপের কথা]
সখি তোরা নিশ্চয় করিয়ে।
"তবে" আমি সেই তপ করি,

মীনের মত নেত্র ধরি, হেরি হরি,

পরাণ ভোরিয়ে ॥

[অনিমেষ নয়নে—সদাই দেখ্‌বো]

—পক্ষ দিলে তাতে না হইত ক্ষতি,

যদি দিত আঁখির উড়িতে শকতি,

তবে চকোরেরই মত, সে লাবণ্যামৃত.

উড়ে পান করিত,

আঁখির পিপাসা মিটিত হেন মনে লয় ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোচারণ বন।

সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

সুবল। ভাই কানাই! তোমার ভাব দেখে বোধ হোচ্ছে, তুমি যেন কি ভাব্‌ছো,

কৃষ্ণ। ভাব্‌ছি কি, তা কি……

সুবল। থাক্ আর বোল্‌তে হবে না বুঝেছি,

কৃষ্ণ। ভাই! যদি বুঝে থাক, তবে তার যুক্তি কি?

সুবল। (সহাস্যে) তোমার যুক্তিই তুমি কর।

কৃষ্ণ। ভাই সুবল! ও ভাই মধুমঙ্গল! আমি মনে মনে এই যুক্তি কোরেছি যে, তোমরা সাবধান হোয়ে গাভীবৎস সকল রক্ষে কর, আমি সঙ্কেত-কাননে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ কোর্ত্তে যাই, এর মধ্যে মধুপান কোরে দাদা বলরাম যদি, এসে তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই কানাই কোথায়? তোমরা ছল্ কোরে বোলো যে, সে, বন-ফল খেতে কোন বনে গিয়েছে; তা হোলে দাদা, আর কিছু সুধাবেন না।

মধুমঙ্গল। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) ভাই কানাই! তুমি ত যাও, তার পর আমাদের যা বোল্-বার, তা বোল্‌বো এখন।

শ্রীকৃষ্ণ। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) ভাই মধুমঙ্গল! তোমার ভাব দেখে আমার ভাল বোধ হোচ্ছে না, তুমি সত্য কোরে বল, কি বোল্‌বে?

মধু। কি বল্‌বো, তা, নিতান্তই শুন্‌বে ?
তবে শুন—
সুধাইলে দাদা বলাই, উচিত ত সত্য বলাই,
মিথ্যা বলা হয় কি তাঁর কাছে ?
"বল্‌বো"
পিপাসায় হোয়ে কৃশ, রেখে ধেনু বৎস বৃষ,
ভানুসুতা সমীপে সে গেছে ॥
যার বহু গুণ পয়োধরে, দৃষ্টিমাত্র তুষ্ট করে,
পরশে শীতল করে অঙ্গ।
তাহার তরঙ্গ রঙ্গে, অন্তরঙ্গগণ সঙ্গে,
মহাসুখে আছে সে ত্রিভঙ্গ ॥
কৃষ্ণ। হাঁরে ক্ষেপা ! বলিস্‌ কি, এতো এক
রকম পষ্টই বলা।
মধু। তাই ত বটে, আমি কি আর তাঁর সঙ্গে
প্রতারণা কোর্ত্তে পারি, বাপ্‌রে, তাঁরে
দেখ্‌লে প্রাণ শুকিয়ে যায়, কি জানি শেষে
কি কোর্ত্তে কি হবে, না ভাই! আমি পষ্টই
বোল্‌বো।

কৃষ্ণ। কেন ভাই, আমি যে রকম বোল্‌লেম, তা বোল্‌তে আর তোমার ভয় কি? (হস্তধারণপূর্ব্বক) মধুমঙ্গল! তোমার পায় পড়ি;—

মধু। আচ্ছা ভাই! তোমার ভয় নেই, কিন্তু একটী কথা কাণে কাণে বলি—আমিত ভাই, চির কেলে পেটুক, পেট ভোরে লাড়ু মেঠাই খেতে দিবে ত?

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি, পেট ভোরে কেন? প্রাণ ভোরে......

মধু। (কৃষ্ণের মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) থাক্ থাক্ আর সকলের সাক্ষাতে গোল কোরে কাজ নেই, সৎপথের অনেক কাঁটা, তবে তুমি যাও,

[শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত-কাননে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সঙ্গিনীগণ সহ শ্রীমতীর প্রবেশ।

শ্রীমতী। সখীগণ! আমার প্রাণবল্লভ কি কাননে গিয়েছেন?

ললিতা। তখন ভাল কোরে দেখ্‌লিনে, এখন কেন আর অমন করিস্‌? তিনি কি তোর জন্যে এখানে বোসে থাক্‌বেন?

শ্রীমতী। ললিতে! এ অভাগিনীর জন্যে তিনি যে বোসে থাক্‌বেন, তা আমি বোল্‌-চিনে, তিনি কি যাবার সময় কিছু বোলে গিয়েছেন?

ললিতা। তবে শোন্‌—

সঙ্কেতে জানায়ে হরি গেলো গোচারণে।
মান-সরোবর তটে হইবে মিলনে॥
সুস্থির হইয়ে পর বসন ভূষণ।
ভাবনা কি, করাইব শ্যাম-দরশন॥

শ্রীমতী। সখীগণ! আমার প্রাণ বড় অধৈর্য্য হোয়ে উঠ্‌লো, তোরা যাস্‌ বা না যাস্‌

আমি চল্লেম, আমার আবার ভূষণে কাজ কি? আমার সকল ভূষণ সেই নীলকান্তমণি,

ললিতা। (ব্যস্ত হোয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)

(রাগিণী প্রভাস। খয়রা।)

সখি! ঐ দেখ্ বন্ধুর অনুরাগে ধনী বের হোলো গো,
ঐ যায় শ্যাম বিনোদিনী একাকিনী উন্মাদিনীর প্রায়;
অনুরাগের গতি, কি বিষম রীতি, না মানে সম্প্রতি
সঙ্গতি সহায়।

=কুল শীল ভয় ধর্ম্ম লজ্জা মান,
এ সকলে ভাবি তৃণেরই সমান,
যশ অপযশ করি এক জ্ঞান,
দেখ সবে যায় ঠেলিয়ে দুপায়॥
—ধনী, মনোরথে চড়াইয়ে মনোরথে,
রথের সারথী কোরে মনোমথে,
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ অশ্ব যুড়ে তাতে,
হরি স্মরি যাত্রা করে বন-পথে।
=নিবারিতে প্রতিকূল-দৃষ্টিপথ,
মন্ত্র তন্ত্র কত পড়ে অবিরত,

বিঘ্ন শত শত, কোরে পরাভূত,
"প্যারী" জীবিত-বল্লভ-দরশনে যায়॥

ললিতা। ওগো বিশাখিকে! ও চিত্রে! ও চম্পকলতিকে! যদি আমাদের রাজনন্দিনীই অধৈর্য্য হোয়ে বের্ হোলো, তবে আমরা আর কিসের জন্য বোসে থাকি, চল, ঐ সঙ্গে আমরাও যাই,

বিশাখা। ওগো রাধে! একটা কথা বলি শোন,

(রাগিণী সুহিনী বাহার। আড়া।)

চল চল চন্দ্রাননে! গজেন্দ্র-গমনে!
গহন কাননে যদি, যাবি শ্যাম-দরশনে।
—ঝাঁপি বদন কমল, আর চরণ যুগল,
দংশে পাছে অলিকুল—ভেবে কমল,
ঐ ভয় করি মনে।
—তপনে তাপিত ধরা, না যায় তাতে চরণ ধরা,
উচিত ছিল ধৈর্য্যধরা বুঝাওগো রাই নিজমনে॥
—ধনি! তোর ঐ পদতলে পেতে দিগো শতদলে,
ছায়া করিয়ে অঞ্চলে—"সকলে" নিবারি রবি-কিরণে॥

—বনের পথ যেমন্ত—দুর্গম, তাত জানত,

স্থানে স্থানে নতোন্নত,একাকী যাবি কেমনে।

—ছুটেছে তোর মন-বারণ,

কেন মোরা কোর্ব্বো বারণ,

কোরে মোদের কর ধারণ, বাড়াও গো চরণ,

চেয়ে ধনি! পথপানে॥

(সখীগণ সহ শ্রীমতীর সঙ্কেত-কাননের সমীপে গমন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রেম-বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ, যখন যে সখীকে সম্মুখীন দেখেন, রাধা-ভ্রমে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যান্।

শ্রীকৃষ্ণ। (ললিতাকে দেখিয়া বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক)

(রাগিণী মনোহরসহী। লোফা।)

ধনি! এস এস হে এস আমার পরাণ-প্রিয়ে!

আমার আশে আছি বোসে,

তোমার আশা-পথ নিরখিয়ে;

[বলি ভাল ত আছহে—বল বল কুশল বল]

তুমি ভাল সময় দেখা দিলে,
"বিধুমুখি !" দেখা দিয়ে আমায় বাঁচাইলে ;
[নৈলে জীবন যে যেতো—
আর ক্ষণেক তোমায় না দেখিলে]
=প্রিয়ে ! তুমি আমার নয়ন-তারা,
তোমাবিনে" আমি হোয়ে থাকি অন্ধের পারা॥
(বরণ খয়রা।)
—কৈ কৈ প্রেমময়ি ! এস এস হে কিশোরি !
হৃদয়েতে ধরি, অঙ্গ পরশিয়ে আমি শীতল হই।
[তোমার শীতল অঙ্গ—বড় জ্বোলে যে আছি—
তোমায় না দেখিয়ে]
"এস" তোমারে লইয়ে, বিরলে বসিয়ে,
মরমের যত দুখ সুখ কই।
[নৈলে কারে বা কব,—তোমা-বিনে প্রিয়ে]
ললিতা। (সহাস্য)
(খয়রা)
বলি বলি ওকি করহে বন্ধু,
কারে বোলে কারে ধরহে বন্ধু ;

=চক্ষে লেগেছে কি রাধা-রূপের ধাঁধা,
"তাইতে" যাকে দেখ তাকে বলছে রাধা।
[আমি তোমার রাই নই—আমি ললিতে]
চেয়ে দেখ, দেখ, দেখ,
তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়ায়ে ঐ।

বিশাখা। (সহাস্য)—
ওকি করছে বন্ধু,
"বলি বলি" কারে বোলে কারে ধরছে বন্ধু;
—ওহে, উন্মত্ত মাতালের পারা,
বলি কিসে হোলে এমন দিশা-হারা।
[ওকি করছে বন্ধু,—
রাই বোলে কারে ধরছে বন্ধু]
=আমি বিশাখা, তোমার রাই নই;
দেখ দেখ বলি চেয়ে দেখ,
তোমার প্রেম-ময়ী-রাই দাঁড়ায়ে ঐ॥

রঙ্গদেবী। (সহাস্য)
ছিছি ওকি রঙ্গ কর;
"রাইকে" দেখেও কিহে চিন্তে নার।

=আমি রঙ্গদেবী, তোমার রাই নই ;
"বন্ধু" চেয়ে দেখ,
তোমার মনোমোহিনী দাঁড়ায়ে ঐ ॥

সুদেবী। (সহাস্য)
বন্ধু ! সবে ঘোরে পোড়ে তব চক্রে,
"আজ তুমি" ঘুরিতেছ পোড়ে রাধা-চক্রে।
[ছি ছি ওকি করহে বন্ধু,—
ভাল ভাল বড় হাঁসালে বন্ধু]
=আমি সুদেবী, তোমার রাই নই ;
দেখ দেখ তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়ায়ে ঐ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (লজ্জাবনত মুখে) ওহে সখীগণ ! আমি রাধারূপ চিন্তা কোর্ত্তে কোর্ত্তে নিদ্রিত হোয়েছিলাম, তোমাদের পদ-শব্দে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হোলো, কিন্তু নিদ্রার ঘোর তখনও যায়নি, সেই জন্যই আমার এরূপ ভ্রম হোয়েছিল, তাতে আর হাঁসি কেন ?

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করতঃ) ওহে ! বোঝা-গিয়েছে, এতে আর তোমার লজ্জা কি ?

বলি এখন সে ঘোর গিয়েছে কি না?
যাক্, আর কথায় কাজ নেই, এই নেও
তোমার রাই নেও।

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)—

(রাগিণী বেলড়। তাল দশকুশী।)

ধনি! বোসো মম উরূপরি,
তোমার চরণ দুখানি হেরি;
কণ্টক বিঁধেছে কি পায়;
[এস এস প্রিয়ে দেখিহে]
"একে" বনের কঠিন মাটী,
"তাহে" সুকোমল পদদুটী,
কিরূপে হাঁটিয়ে এলে তায়।
[প্রিয়ে বল বল হে]
—ধনি! প্রখর রবির করে,
সহিলে কেমন কোরে,
নবনী জিনিয়ে মৃদু কায়;
[ধনি! বল বল হে—প্রাণপ্রিয়ে]
"আহা" কতই বা পেয়েছ দুখ,

ঘামিয়াছে বিধুমুখ,

দেখে বুক বিদরিয়া যায় ॥

শ্রীমতী। ওহে প্রাণবল্লভ! তোমার বিচ্ছেদে যত দুঃখ আর সম্মিলনে যত সুখ কারই সাধ্য নাই যে তার পরিসীমে করে—

সমস্ত বৃশ্চিক সর্প-দংশে যত দুখ,

তোমার বিচ্ছেদ কাছে সে সকল সুখ ;

তোমার দর্শনে নাথ! যে আনন্দ হয়,

কোটী ব্রহ্মানন্দ; তার একবিন্দু নয়।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! এস এস আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুণ নির্ব্বাণ কর,

শ্রীমতী। প্রাণনাথ!—

পাছে হবে অন্য কেলি, এস আগে পাশা খেলি,

সখী সবে মধ্যস্থ রাখিয়ে।

"হারিলে এ হার দিব, জিনিলে মুরলী নিব"

এই পণ সুদৃঢ় করিয়ে ॥

কর এই ব্যবহার, মুরলী আর এই হার,

রাখা যাক্ মধ্যস্থের হাতে।

তোমার ছক্কা, আমার পঞ্জা,
পোলে পাওয়া যাবে পণ্ যা,
প্রবঞ্চনা না হইবে তাতে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! ভাল বোলেছ, এস তাই করি,

(উভয়ের খেলারম্ভ।)

(সখীগণের গান। তাল আড্ডা।)

শ্যাম, শ্যাম-মনোমোহিনী খেলেরে কি রঙ্গে ;
=ভাসিছে সঙ্গিনী-সবে কৌতুক-তরঙ্গে।
—কেউ বলে জয় যূথেশ্বরী শ্যাম-সোহাগিনীরে,
কেউ বলে জয় গোপীবল্লভ রাধা-আধা-অঙ্গে ॥১
—কেউ বলে আমরা সই, যে জয়ী, তার দলে রই,
তাই বলি জয় প্রেমময়ী, জয় শ্রীত্রিভঙ্গে ॥২

শ্রীকৃষ্ণ। (পাশা ধারণ পূর্ব্বক) ছক্কা—ছক্কা—
এই ছক্কা—(পাশা ক্ষেপণ)

শ্রীমতী। (সহাস্যে) দেখ নাথ! ঐ দেখ তোমার
ছক্কা পড়েনি। এখন আমার আর ভয়কি
যদি পঞ্জা নাইই পড়ে, না হয় পোক্ যাবে।

(পাশা ক্ষেপণ)

সখীগণ। (করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক) এই ত, আমাদের যুথেশ্বরীর পাঞ্জা পোড়েছে ;—

(রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল বরুণ খয়রা।)

ওমা ছি ছি নাগর হার্‌লে ;

[ছি ছি লাজে যে মোলেম—

মোলেম মোলেম ছি ছি লাজে মোলেম]

তুমি পুরুষ হোয়ে,

নারীর সনে খেলাতে না পার্‌লে।

= তোমার সর্ব্বস্বধন, মুরলী রতন,

তাওত রাখ্‌তে নার্‌লে॥

—যে মুরলী নিয়ে ফির্‌তে জাঁকে পাঁকে,

সে মুরলী আজ পড়িল বিপাকে,

বহুদিন সবে থেকে তাকে তাকে,

পাকেজোকে তাকে সার্‌লে॥

= "এখন" কি দিয়ে ফিরাবে বনে ধেনুগণ,

কি দিয়ে করিবে নারী আকর্ষণ,

"তোমার" যত জারি জুরি গৌরব চাতুরী,

সকলই কিশোরী ভাঙ্‌লে॥১

যে মুরলী যোগীগণের যোগ ভাঙ্গে,
দেবীগণের নীবি খসায় পতি-আগে,
ছাড়ায় গোপীকুলের গৃহ-অনুরাগে,
বুঝি সকলের শাপ আজ লাগ্‌লো।
=“এখন” স্থিরমনে যোগীগণে করুক যোগ,
ঘুচুক দেবীগণের নীবিখসা-রোগ,
সব গোপাঙ্গনা গুরুর গঞ্জনা,
যন্ত্রণা হোতে আজ্ বাঁচ্‌লে ॥২
—“যেমন” চোরের যত বুদ্ধি, সবই সিঁদ কাটীতে,
তা বিনে কখন নারে সিঁদ কাটিতে,
“তেম্নি” তোমার বিদ্যে যে বাঁশের কাটীতে,
তাত আজ সাগরে ভাস্‌লে।
=“যাহোক” অনেকেরই আজ হোলো উপকার,
কেবল দেখি একা তোমার অপকার,
[ছি ছি কেন খেল্‌তে এলে—খেলার কি জান হে—
সাধে সাধে সাধের বাঁশী হারালে]
হোলো যা হবার, গেল যে যাবার,
“বাঁশী” পাবেনা এবার, আর কাঁদ্‌লে ॥৩

শ্রীকৃষ্ণ। (অধোমুখে) সখীগণ! যার কাছে মন-
প্রাণ সব হেরে আছি একটা কাঠের বাঁশী
কি তার কাছে এতই বড় হোলো?

বিশাখা। (কৃষ্ণের চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) ওগো
ললিতে! দেখিছিস্ বাঁশীটী হেরে কি ভাব
হোয়েছে?

ললিতা। তাইত গো, বাঁশীর সঙ্গে যে হাঁসিও
গেল!

চিত্রা। ওমা ওকি? যেন নুনের জাহাজ
ডুবেছে।

বিশাখা। আহা, মরি মরি, প্রাণবল্লভ! ছার
বাঁশীর জন্যে আর চক্ষের জল ফেলো না।

ললিতা। ওহে নাগর! তুমি এতই ভাব্‌ছ কেন
একটা কথা বলি শোন—কাল্ আমি
রান্নার সময় কাটের মধ্যে ওম্নিধারা এক-
খান বাঁশ দেখে ছিলেম যদি সে খান
না পুড়িয়ে থাকি তবে সেইখান তোমাকে
এনে দিব, ছি ছি আর কেঁদোনা।

শ্রীকৃষ্ণ। সখীগণ! তোমরা সময় পেয়ে আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেও? বাঁশী যদি আমার সত্যের ধন হয় তবে আপ্‌নিই আমার হাতে আস্‌বে। (স্বগত) আমি অস্পষ্টরূপে চন্দ্রাবলীর নাম করি তাহা হইলে শ্রীমতী। ক্রোধভরে বংশী দূরে নিক্ষেপ করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইব।

"বংশী লোভে বংশীধারী, শঠশিরোমণি হরি,
শ্রীরাধার মুখ নিরখিয়ে।
বাহু দুটী ঊর্দ্ধকরি, জৃম্ভন মোচন করি,
উচ্চৈঃস্বরে হা চন্দ্রা বলিয়ে॥
তা শুনিয়ে বিধুমুখী, অম্নি হোয়ে অধোমুখী,
কোপিনী সাপিনী মত ফোলে।
ক্রোধে চক্ষু রক্তময়, কম্পিত অধর দ্বয়,
বলিছেন সঙ্গিনী সকলে॥

শ্রীমতী। (মুরলী দূরে নিক্ষেপ করতঃ) সঙ্গিনী-গণ! শঠের ভঙ্গী দেখ্‌লিত? তোরা শীঘ্র

কোরে আমার কুঞ্জহোতে ঐ কপট চন্দ্রা-
বলীবল্লভকে বের্ কোরে দে।

(রাগিণী মনোহরসহী। তাল লোফা।)

দে বের্‌কোরে সখি শ্যামল সুন্দরে,
= আমি হেরবো না—ও সে লম্পট শঠেরে।
—বের্‌কোরে শঠে, দেগো দ্বার এঁটে,
সে কি প্রেম জানে "যে জন" সদা ফিরে মাঠে;
দেখ দেখ আলি! শঠের নাগরালি,
"আমার কাছে"
চন্দ্রাবলী বলি কেঁদে যে ওঠে;
= কালরূপ কাল যেন মম নয়নগোচরে॥১

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে প্রেমময়ী! সুখের সময় কেন একে আর ভেবে বিমুখী হোলে! আমার মনের কথা বলি শুন—

(রাগিণী গাড়া ভৈরবী। তাল একতালা।)

প্রিয়ে! অনিদান মান কোরে বিধুমুখি!
অধোমুখী হওয়ার কি ফল বল,
একবার মেলিয়ে নয়ান তুলিয়ে বয়ান,

"প্রিয়ে" যা বলিয়ে ভালবাস তাই বল।

=প্রেমামৃত ক্রীত এ নিজ কিঙ্করে,

বিরল গরল বিতর কি কোরে,

শুন কমলিনি! তোমাকে মলিনী হেরে

চিত্ত-অলি নিতান্ত বিকল॥

—তব চন্দ্রাননে হেরে চন্দ্রাননে!

ঘৃণা মম উপজিল চন্দ্রাননে,

ফুটিল প্রমোদ কুমুদ কাননে,

হর্ষে জাড্য বাণী না সরে আননে।

=সাধ হোলো মনে চন্দ্রাননে বলি,

না পূরিল বাক্য অর্দ্ধ "চন্দ্রা" বলি,

তা শুনে ভাবিলে বোল্‌বো চন্দ্রাবলী,

"চন্দ্রা" বলি, "ননে" আননে রহিল॥১

—তোমায় হেরে যদি বলি চন্দ্রাবলী,

তা কভু ভেবোনা সেই চন্দ্রাবলী,

তব মুখে নখে হারে চন্দ্রাবলী,

দেখে সুখে মুখে বলি চন্দ্রাবলী।

=মানের ভরে প্রিয়ে যা আমাকে বল,

তবু তুমি আমার সম্বল কেবল,
তোমা বিনে ব্রজে আছে—আর কে বল,
ভবনে কি বনে জীবনেরই বল ॥২

শ্রীমতী। ললিতে ও বিশাখে! তোরা যে বড় নিশ্চিন্ত হোয়ে রলি? শঠের কপট বিনয় বাক্য আমার কাণে যেন বাণের মত বিঁধ্ছে, ত্বরায় কোরে লম্পটকে বের্-কোরে দে।

ললিতা। ওগো যূথেশ্বরি! আমরা তোদের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিনে, আমরা তোর নিতান্ত অনুগত সহচরী কাজেই যা বোল্লি তাই করি, (শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক) ওহে রাধারমণ! বুঝ্লেত রাধার মন? এখন এস্থান হতো প্রস্থান কর।

শ্রীকৃষ্ণ। ওহে ললিতে ও বিশাখে! তোমরাও কি কঠিনা হোলে?

শুন চতুরা ললিতে! তব উচিত বলিতে
আমার হোয়ে রাইকে দুটো কথা;

না বুঝিয়ে প্রাণেশ্বরী, অকারণ মান করি,
সাধে মোর দেন্ মনে ব্যথা।

ললিতা। ওহে নটবর! তোমার হোয়ে দুটো কেন, দশটা বোল্‌ছি, তুমি শ্রীরাধার চরণ ধোরে বোসে থাক, আমি একবার সেধে দেখি, না হয়, তুমিই কেন একবার সেধে দেখ না?

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে! ভাল বলোছো তবে তাই করি (শ্রীরাধার চরণ ধারণ পূর্ব্বক) অয়ি রধে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং নিজ দাস বোলে ক্ষমাদে রাই।

ললিতা। ওহে রাধাবল্লভ! বুঝেছি এ সাধারণ মান নয়, একটু রও, আমি দুটো বোলে দেখি; ওগো রাধে ও বিধুমুখি! কি জন্য বজরবুকীর মত অধোমুখী হোয়ে বোসে রইলি একবার বঁধুর পানে ফিরে চেয়ে দেখ্ দিখি—

(রাগিণী সুরট। তাল খয়রা।)

ওকি কেউ নয় গো রাই তোর;

কাঁদাস্‌নে গো আর দেখে কাটে যে অন্তর।
=ঐ দেখ, করিল সিঞ্চন নয়ন-ধারায় ধরা,
দেখে কি ওমুখ যায় ধৈর্য্য ধরা
কাঁপে থর থর, শ্যাম কলেবর,
"যেন" রাহু-ভয়ে সুধাকর ॥
—যার জন্য কুলমান সমুদয়,
উপেখিলি গুরুগঞ্জনার ভয়,
=ওকি সেকি নয়, যদি হয় একি উচিৎ হয়।
"ওতোর" সাধের গোকুল-শশী কেঁদে যে আকুল,
এ মানসাগরের নাই কি রাধে কূল,
শেষে একুল ওকুল, হারাবি দুকূল,
মুখের দুকূল কেলে সাথে ধর্ ধর্॥ ১
শ্রীমতী। ওগো ললিতে ও অবোধিনি ! তোরা মর্ম্ম না জেনে অমন আল্‌গা সাধা আর সাধিস্‌নে তোরা যাই কেন বল্‌না, আমি তোদের কথা শুন্‌বো না—
'ওযে' যসিয়ে আমার কোলে,কাঁদে চন্দ্রাবলী বোলে,
কি বোলে দেখিব তার মুখ ;

একে দুখে মরি জ্বোলে, তোরা আবার সে অনলে,
ঘৃত ঢেলে দেখিস্ কৌতুক ।

ললিতা। ওহে নাগর! তোমার প্রেয়সীর কথা ত শুন্‌লে; আমার আর অপরাধ কি—
তোমার রোদন হোলো অরণ্যে রোদন।
কিছুতে হের্ব্বেনা রাই তোমার বদন ॥
সে যদি না কাঁদে তুমি যার লাগি কাঁদ ।
রোদন সম্বরি হরি! ধৈর্য্যে মন বাঁধ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ও বিশাখিকে! তুমি যে দেখি একটা কথাও বোল্‌ছো ন ।

কল্পলতিকা বিশাখা! তুমি কি হোলে বি-শাখা।
তাপিত সখারে ছায়াদানে;
সময়েতে বন্ধু হয়, অসময়ে কেউ নয়,
রাহুগ্রস্ত শশীতে প্রমাণ।
কোথা দুটো বোলে কোয়ে, দিবে বিবাদ ভাঙ্গিয়ে
তোম্‌রা দেখি নাচ সেই তালে;
ধোর্‌তে বোল্লে বেঁধে আন, কত রঙ্গ কোর্‌তে জান,
স্বর্গে তুলে নেওহে পাতালে।

আকাশেতে ফাঁদ পেতে, পার চাঁদ ধোরে দিতে,
কেড়ে নিতে পার পুনর্ব্বার,
যাবৎ বুদ্ধির উদয়, চেষ্টা পেয়ে দেখ্‌তে হয়,
না হইলে, দোষ কিবা কার।
এ খেদ রহিল ভারি, থাক্‌তে তোমরা কাণ্ডারী
কুলে তরি ডুবিল আমার,
কাছে থাক্‌তে ধন্বন্তরী, দন্ত-শূলে যদি মরি,
কে করিবে তার প্রতিকার।

বিশাখা। (চিবুকে তর্জ্জনী প্রদানপূর্ব্বক) ওমা, আমি কোথা যাব ওহে শ্যামসুন্দর! আমাদের বৃথা অনুযোগ কর কেন, তোমরা সাধে সাধে দুজনে বিবাদ কোর্ব্বে, আমরা মাঝে থেকে অনুযোগের ভাগী হব, এওত দেখি মন্দ নয়।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশাখে! তোমরা আমার মর্ম্ম জান বোলেই তোমাদের এত কোরে বলি, তাতে কেউ রাগ কোরো না, তোমরা যা বোল্‌বে আমি তাইই কোর্ব্বো,—

স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞো কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা।
তবে তোমরা এস আমি যেয়ে রাধার চরণ
ধোরে সাধি (চরণ ধারণ পূর্ব্বক) অয়ি রাধে
মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং, রাধে! অপরাধীর
কি ক্ষমা নেই?

বিশাখা। মানময়ি! শ্যাম হোতে কি তোর
মানের মান এতই বড় হোলো?

(রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল খয়রা।)

বিবাদে ক্ষমা দে ক্ষমা দে গো রাধে!
আমাদের কথা মান্ মান্;
ভাল নয়, মেয়ের এত অপরিমাণ মান।
= যার পায়ে সমর্পিলে কুল মান,
সে ধরিলে পায় আর কি থাকে মান,
পরিহরি মান, রাখ হরির মান,
ভাবিস্ নে ভাবিস্ নে ধনি! শ্যামেরই সমান মান॥
—চরণতলে পড়ে শ্যামচাঁদ কাঁদে,
তা দেখে আমাদের মন প্রাণ কাঁদে,
কি কোরে কঠিনে! আছিস্ প্রাণ বেঁধে,

না জানি কোন্ গ্রহ চোড়েছে তোর কাঁধে
—"এখন" মানের তরে উপেক্ষিলি প্রাণকান্তে,
কিন্তু শেষে মোর্ত্তে হবে কান্তে কান্তে,
মানান্তে প্রাণান্তে আর পাবিনে কান্তে,
এখনও সম্বর ধনি! থাকিতে সম্মান মান ॥১
—যে হৃদয়ে তোর শ্যাম রাখিবার স্থান,
আজ্ কেন সে স্থানে মানের অবস্থান,
কাঞ্চন রাখার স্থানে কাঁচকে দিলি স্থান,
তোর কি বিবেচনা কোরেছে প্রস্থান?
—পায়ের নূপুর পরিয়ে গলায়,
গলার হার কেবা পোরে থাকে পায়,
মানকে ঠেলে পায়, শ্যামকে ধর্ হিয়ায়,
দিবেনা দিবেনা কভু শ্যাম গেলে আর মান মান ॥২

শ্রীমতী। সখীগণ! একটী কথা বলি শোন্—আমি অনেক বুঝি তোরা আর আমাকে বোঝস্‌নে ঐ শঠের কথা আমার কাছে বলিস্‌নে, আমি কাল-রূপ আর দেখ্‌বোনা, ওর নামও শুন্‌বোনা।

সাধ কোরে সোণা কেনা, পোরে থাকে নাকে,
সে সোনা কাটিলে নাক ত্যাগ করে না কে ?
তাতে যদি মোর দোষ হোয়ে থাকে, হোলো—
আত্ম জন হোয়ে সবে কেন এত বলো ?

বিশাখা। ভাল ভাল সকলই দেখা যাবে—
মিছে বাদাবাদি কোরে কর্‌লি সাধাসাধি, খানিক্ পরে দেখ্‌বো আবার যত কাঁদা-কাঁদি।

ললিতা। ওহে বংশীবদন ! স্বচক্ষেই সব্ দেখ্‌লে ? এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর, আর মিছে সাধায় ফল কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে ! নিতান্তই যেতে হোলো ? তবে কি বিধুমুখীর দয়া হবে না ?

বিশাখা। হ্যাঁ হে তবে এস গিয়ে (শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ দুর গিয়া প্রত্যাগমন দর্শনে) ও কি বঁধু ! আবার যে এলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিশাখে ! এই যে তুমি বোল্লে এস গিয়ে তাইতে আমি এলেম।

বিশাখা। ওহে রসরাজ! ছি ছি এখানে থেকে আর কাজ কি, তোমার কি লজ্জা নেই?

শ্রীকৃষ্ণ। বিশাখে! তোমরা এস গিয়ে বলো, এতে থাক্‌তে বোল্‌ছো কি যেতে বোল্‌ছো তা কেমন কোরে বুঝ্‌বো?—

শ্রীরাধার পদ ছাড়ি নাহি চলে পদ,
যেতে নারি রৈতে নারি এ বড় বিপদ।
নয়নের নীরে পথ নিরখিতে নারি,
কেমনে যাইব বলো উপায় কি করি।

বিশাখা। আহা মরি মরি, প্রাণনাথ! চোকের জলে পথ দেখ্‌তে পার্‌ছোনা! সে জন্যে আর চিন্তে কি, এস এস আমরা না হয়, তোমার হাত ধোরে কতকদুর থুয়ে আস্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। (অশ্রু বর্ষণ পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উত্তোলন করতঃ।)

(রাগিণী মনোহর সহী। তাল লোফা।)

হায় হায় কোথা যাবরে,
প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেক্ষিল।

(গদ্গদ স্বরে) ললিতে ও বিশাখে! তোমরা কি আমায় ডাক্‌ছো?

ললিতা। না আমরা ডাকিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। (পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)

হায় হায় কোথা যাবরে?
প্রেমময়ী রাই যদি উপেক্ষিল।
—যদি উপেক্ষিল বিধুমুখী,
তবে আমি কোথা যেয়ে হব সুখী।

(প্রকৃত স্বরে) সখীগণ তোমরা—আমাকে কি জন্যে ডাক্‌লে, তবে কি আমি আসবো?

বিশাখা। ওহে, আমরা আর তোমাকে ডেকে কি কের্‌বো তুমি কি স্বপন দেখেছ?

শ্রীকৃষ্ণ। (পুনর্ব্বার)

হায় হায় কোথা যাবরে!
প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেক্ষিল।
ত্রিভুবনে বিনে রাই,
আমার দাঁড়াবার স্থান নাই।

(প্রকৃতস্বরে) সখীগণ! তোমরা যেন কাণে কাণে কি বলাবলি কোর্‌ছো বুঝিছি আর আমাকে ডাক্‌তে হবে না এই যে আমি আপনিই আস্‌ছি।

সখীগণ। ওহে, তুমি কোথায় আস্‌বে? না হয় আমরা তোমাকে ডাক্‌লেমই বা কিন্তু সে যে ভুলেও তোমার পানে চায় না।

শ্রীকৃষ্ণ। (পুনর্ব্বার)

হায়রে কোথায় যাবরে?
প্রেমময়ী রাই যদি আমায় উপেক্ষিল।
আমি রাধাসরোবরে যাই,
জলে প্রবেশিয়ে প্রাণ জুড়াই।

(প্রকৃতস্বরে) সখীগণ, আমার বোধ হোচ্ছে প্রেমময়ী আমাকে বিদায় দিয়ে এখন যেন কাঁদ্‌ছেন, একবরে দেখবেখি তা হোলে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

সখীগণ। না হে নাগর! সে পাষাণ-বুকীর মন এখনও নরম হয়নি।

শ্রীকৃষ্ণ। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) সখীগণ! তবে আমি বিদায় হোলেম, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে—কিন্তু

দেখো দেখো রাইকে রেখো সবে সযতনে।
আমার বিরহে যেন না ছাড়ে জীবনে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিধুবন।

ললিতা। বিশাখে! হায় হায়, দেখ্‌লি ত বিধুমুখীর কি নিষ্ঠুরতা।

বিশাখা। সখি! ওকথা আর বলিস্‌নে, এসকল দেখে শুনে আমার মন যে কেমন হোয়েছে, তা আর বোল্‌তে পারিনে, ছি এমন কি কোর্ত্তে আছে? যা হোক্‌ যদি সে ছার মানের উপরোধে শ্যাম হেন ধনকে অনাসে বিদায় দিলে তবে চল আমরাও আজ বোলে কোয়ে বিদায় হইগে।

সখীগণ। (বিষণ্ণমুখে) ওগো! ভাল বোলেছিস্‌ যার শরীরে দয়ামায়া নেই তার কাছে কি থাক্‌তে আছে? (শ্রীরাধার নিকটে গিয়ে) ওগো রাধে! তুমি কিন্তু আচ্ছা

মেয়ে যাহোক বলি হ্যাঁ গো তুই এপা-
হাড়ে মান কার কাছে শিখেছিস ?—

(রাগিণী জংলাট। তাল বরণ খয়রা।)

কভু দেখি নাই শুনি নাই ওমা মেয়ের এমন দারুণ জিদ্দী।
শ্যামকে কাঁদালি, কত পায়ে ধোরে সাধালি,
"ও মানিনি!" তবু ক্ষমা কোর্‌লিনে মান,
কেবল মানে মানে কোর্‌লি মানেরই বৃদ্ধি॥
—প্রতি ঘরে ঘরে কে না মান করে,
অল্প সাধাইয়ে সবাই ক্ষমা করে,তা কি জাস্তে পারে পরে;
ও তুই বিপক্ষ হাঁসালি, স্বপক্ষ ভাসালি,
তোরে কোন্ মানিনী দিয়েছিলো এ বুদ্ধি॥
—এ গোকুলে তোরে মানে যার মানে,
তারই অপমান কোর্‌লি ছার মানে,
চোড়ে মান-বিমানে, কথা যে না মানে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সে মানিনীর মানে
—তুমি থাক ধনি নিয়ে তোমার মানে;
আমরা এখন বিদায় হইগো মানে মানে,
এ দুখ কি প্রাণে মানে।

ও তুই তুচ্ছ মানের দায়, শ্যাম দিলি বিদায়,
"তোর ত" হোল্লো বসুদায় কামনা সিদ্ধি ॥১

শ্রীমতী। (চমকিত হোয়ে) সখিগণ! কি বোল্‌লি আমার প্রাণ বল্লভ কি অপমান মনে কোরে কুঞ্জ হোতে চলে গিয়েছেন? হায় হায় তবে আমি কি কোর্ত্তে কি কোর্‌লাম।

ললিতা। রাধে! শাস্ত্রে বলে যে ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ তোকে সুবেধিনী কে বলে? আমিত দেখি তোর মত অবোধিনী ত্রিভুবনে নেই; পুরুষ হোক্‌ আর নারীই হোক্‌ যে পরিণাম বিবেচনা না করে তার আবার কিশের বুদ্ধি।

শ্রীমতী। সখীগণ! আমিত কাজ ভালই করিনি ভাল তোরা আমার প্রাণসখী হোয়ে শ্যামকে ছেড়ে দিয়ে কি, কাজ ভাল কোরিছিস। যাহোক্‌ এখন কৃষ্ণ বিনে আমার প্রাণ যায়, তাকে একবার দেখায়ে আমার প্রাণ দান কর।

ললিতা। রাধে ও কপটিনি! তোর মুখে এক-খান আবার মনে একখান তা আমরা কেমন কোরে জান্‌বো কৈ এমন কথা ত কিছুই বলিস্‌নি যে আমি মানের ভরে যাই কেন করিনে তোরা শ্যামকে ধোরে বেঁধে রাখ্‌বি, আমরা ত তোর পর নই, আমাদের কাছে মনের কথা খুলে বোল্‌লে কি দোষ ছিল—

(রাগিণী জংলাট। তাল লোফা।)

বল্‌ দেখি ও বিধুমুখি!

আমাদের আর কোর্ত্তে বোলিস্‌ বা কি;

কোর্ব্বো কি গো সখি!

"কর্‌বার" আছে বা কি বাকী,

যখন যা বোলে থাকিস্‌ তাইত কোরে থাকি।

= যারে না দেখিলে প্রাণে মরিস্‌,

তারে দেখ্‌লে কেন এমন কোরিস এ বা কি॥

(তাল খয়রা)

—যখন বোলিস্‌ মানেরভরে, শ্যামকে দে বার্‌কোরে,

"ওগো ও মানিনি" কথা শুনে আমাদের প্রাণ বিদরে।
তখন করি কি, ও তোর অনুরোধে
—ও তোর কোপ দেখে বলি যাও হে,
যাওহে যাওহে বঁধু! তোমার প্রেমময়ীর দয়া হবে না,
সে যে পণ কোরেছে—কাল রূপ আর দেখ্‌বে না—
বোল্লে কথা রাখ্‌বে না; নাগর যাও হে;
শুনে নয়ন-জলে ভেসে যায়—
ও তোর নীলগিরি; তা কি সহা যায়?
তবু চোককাণ মুদে শ্যামকে দেওয়া গেছে বিদায়—
সে আদরের ধনে॥
=তখন উপেক্ষিলি কোরে অপমান,
"এখন বলিস" শ্যামকে এনে আমার বাঁচা প্রাণ.এ বা কি॥১

বিশাখা। ও মানিনি! তোর্ মানে অপমানী হোয়ে শ্যামচাঁদ যদি বিদায় হোলেন তবে আমরাও তোকে প্রণাম কোরে মানে মানে বিদায় হোলেম।

শ্রীমতি। সখিগণ! তোরা আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ করিব?

ললিতা। কাজেই যে যেতে হলো—
মুক্তার বেহোগে সবে সুতা গলে পরে,
মুক্তা বিনা সুধু সুতা কে আদর করে?
শ্যামের আদরে ছিল আদর সবায়
সে যদি চলিয়ে গেল কি ফল থাকায়।

চিত্রা। রাধে যূথেশ্বরি! প্রণাম হই, তবে এখন বিদায় হোলেম।

লবঙ্গলতা। ওগো মানমরি! প্রণাম করি, তবে আমিও চোল্লেম।

শ্রীমতী। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) সঙ্গিনীগণ! প্রাণবল্লভ আমায় ছেড়ে গেল, আবার তোরাও দেখি যাত্রা কোরে পথে দাঁড়ালি তবে ক্ষণেক বিলম্ব কোরে অভাগিনী রাধার মানের মরণটা দেখে যা;—

বৃন্দা। (অকস্মাৎ কুঞ্জাঙ্গনে প্রবেশ পূর্ব্বক নাসিকাগ্রে তর্জ্জনী দিয়ে) ওমা ওকি? ওললিতে! আজ কুঞ্জের মধ্যে কিসের কান্নাকাটি দেখি?

ললিতা। ওগো বৃন্দে! ভাল সময় এসেছ; ওকথা আর শুধাও কি, একি কান্নার মত কান্না? এসব সাধের মানের কান্না।

বৃন্দা। তবু ভাল, সাধের কান্না হলেই বাঁচি (শ্রীমতীর চিবুক ধারণ করতঃ) রাধে! ওকি? মান্ না আছে কার্ না, তাতে কেন কান্না?—

(রাগিণী সিন্ধুড়া। তাল একতালা।)

বিধুমুখি! ওকি দেখি ছিছি কাঁদিস্ কি কারণে;
মান কোরেছিস্ খুব কোরেছিস্, তাতে ভয় কি—
তাতে লাজ কি; "ধনি!" আপন নাথের সনে।

(খয়রা।)

—গেছে যাক্ না কেন, কোথা বা যাবে,
ক্ষণেক পরে তাকে দেখ্‌তে পাবে,
তেম্নি কোরে আবার এসে—লোটাবে—
রাই রাখ রাই রাখ বোলে—তোর চরণ ধোরে;
অবলার কি বল আছে মান্ বিনে;
মান রাখিতে কারু মানাই যে মন্ বিনে,

কদাচিৎ তাকে হেথে-যে আন্ বিনে,
তথাপি সে বঁধু, তোর বিনে জান্ বিনে ;
উপেক্ষিয়ে পুন তারই অন্বেষণে,
মান ঘুচাতে স্বয়ং কেন যাবি বনে,
ক্ষণেক বোসে মানে মানে,
দেখ্ না কেন, সে শঠের আচরণে ॥ ১
—পীরিতি রতন, হোলে পুরাতন,
আর কি তেমন থাকে গো যতন ;
মানেতে সে প্রেম করে যে নূতন—
মকর-কেতন হয় সচেতন ;
হেন মানে যেবা তুচ্ছ করি মানে,
সে, পীরিতি-রীতি কিছুই না জানে ;
রসিকে কি মানে, মানের অপমানে,
ক্ষুধা বিনে সুধায় কে কারে যতনে ॥২

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাধাকুণ্ডের তীর

কুন্দলতা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

রাধা-উপেক্ষিত হরি, রাধাকুণ্ড তীরে
রাধা রাধা বোলে ভাসে নয়নের নীরে।
হেন কালে কুন্দলতা তথায় আসিল।
রাধাকান্তে দেখি কান্তে বৃত্তান্ত পুছিল।

কুন্দলতা। দেবর! এ আবার কি ভাব দেখি আহা নয়ন জলে যে শ্যাম শরীর ভেসে গিয়েছে, এর কারণ কি বলো দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো কুন্দলতিকে! এস এস তোমাকে দেখে আমার অনেক ভরসা হোলো, আমার দুঃখের কথা বলি শোন—

(রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল খয়রা।)

ওগো কুন্দলতিকে! আজ্ কি গতিকে,

পাব শ্রীমতীকে বলো সে উপায় ;
"সে" না হোলে প্রসন্ন, হৃদয় অবসন্ন,
হেরি সব শূন্য প্রাণ বুঝি যায় ॥
= "আমার" মনে উপজয় যেরূপ তিতিক্ষা,
নাহি মানে প্রাণে সময় প্রতীক্ষা,
"বরং" দিয়ে বক্ষে কর, তায় পরীক্ষা কর,
জীবন রক্ষা কর মিলাইয়ে তায় ॥
—মান শান্তির যত ছিল সদুপায়,
সে সব উপায় আজ হোলো গো অপায় ;
দেখে নিরুপায় ধরিলাম দুপায়,
তবু ধনী নাহি মানে কথা পায় ।
= বিনা দোষে মোরে উপেক্ষিল রাই,
তবু নিলাজ প্রাণ কাঁদে বোলে রাই,
"এখন" হা রাই হা রাই কোরে, প্রাণ যদি হারাই,
"তা হোলে" বাঁচবে না যে রাই, ভাবি তায় ॥১
—তুমি হও আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া,
জানি আমার প্রতি তোমার বড় মায়া ;
আজি এ বিপদে হইয়ে সহায়া,

প্রকাশিতে চিরগত মায়া।
=তোমা বিনে মনোদুঃখ বলি কায়,
শপথিয়ে বলি ছুঁয়ে তব কায়,
এখন রাধার মানের দায়, এ দেহ বিকায়,
জন্মের মত কেনো দিয়ে রাধিকায়॥ ২

কুন্দ। রসময়! স্থির হও, চিন্তে কি আমি এখনই তার উপায় কোর্‌ছি,—কিন্তু তোমাকে অন্য বেশ কোর্‌তে হবে;

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো! তুমি যা বোল্‌বে আমি তাইই কোর্‌বো;

কুন্দ। তবে আর ভাবনাই কি—

(রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল খয়রা।)

বলি শুন হে নাগর, রসিক সাগর,
নটবর শিরোমণি।
সে মানিনীর মান, ভাঙ্গিতে এই সন্ধান,
সাজ্‌তে হবে তোমায় নবীন রমণী।
=চূড়া খুলে চুলে বাঁধিয়ে কবরী,
সিঁথী পরাইব সীমন্তের পরি,

"দিব" চন্দনের বিন্দু—নিন্দি শরদিন্দু,
"তাহে" সিন্দূরেরবিন্দু—জিনি দিনমণি ॥
—পরিহর পরিহিত পীতাম্বর,
এ বিচিত্র সাটী পর পীতাম্বর!
কদম্ব-যুগলে করি পয়োধর,
কাঁচলি বাঁধিয়ে আবরণ কর।
—বেণু ছাড়ি বীণা করিয়ে ধারণ,
চল অগ্রে বাড়ায়ে বাম চরণ,
দেখো রসরাজ, চতুরা-সমাজ-
মাঝে যেন লাজ না পাই গুণমণি ॥১

শ্রীকৃষ্ণ। কুন্দবল্লি! নারী সেজে যদি প্রাণেশ্বরীকে পাই, ত, আমি এখনই সাজছি, নারী সাজতে ত আর চুড়া বাঁশী লাগে না, তবে এসকল এই তমালের শাখায় রেখে দি (চুড়া বাঁশী স্থাপন) এখন কি কোরতে হবে বল।

কুন্দ। ওহে! এসকল ব্যস্ত হওয়ার কাজ নয়, অতি সাবধান হোয়ে সাজাতে হবে

কারণ তারা বড় সুচতুরা, হঠাৎ যেন বুঝ্‌তে না পারে; তবে এস সাজিয়ে দি গে—

(উভয়ের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীমতী। ওগো বৃন্দে! তুমি বোলে ছিলে যে ক্ষণেক পরেই শ্রীগোবিন্দ আস্‌বে অনেক ক্ষণ হোলো কৈ, সেত এখনও এল না?

বৃন্দা। রাধে! তাইত ভাবৃছি, এত বিলম্ব হোলো কেন।

শ্রীমতী। বৃন্দে! আমার মন কেন এমন অধৈর্য্য হোয়ে উঠ্‌লো, (বৃন্দের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)

(রাগ বসন্ত। তাল মধ্যমান।)

যাও গো বৃন্দে! বৃন্দাবনে বঁধুর অন্বেষণে;

"আমার" বিলম্ব আর নাহি সহে, অনুক্ষণ মন দহে,

দুরন্ত বিরহ হুতাশনে

[আমি জ্বোলে যে মোলাম গো—ও সে শ্যাম-চন্দ্র বিনে]১

যার গরবে গরব করে সদা হই মানিনী;

হোয়েছিল কি কুমতি, তাহারই মিনতি নতি,

মানের ভরে মানি-নি মানিনী,

[আগে জান্‌লে এ মান কোর্ত্তাম্ না গো—

আমি মানে মাধব হারালেম গো—]২

যে মুখের লাগি আমি সকলই হারালেম্;

আমি এম্নি পাষাণবুকী, সে মুখে হোয়ে বিমুখী

মুখ তুলি বারেক্ না চাহিলেম্

[কত সেধে সেধে কেঁদে গেল—

কেন ফিরে না চাহিলেম—

"কেন" সুধায় গরল মিশাইলেম] ৩

বৃন্দা। (স্বগত) শ্রীরাধার যে রূপ ভাব দেখ্‌ছি তাতে ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণকে না পেলে অনায়াসে জীবন ত্যাগ কোর্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) রাধে! এত অধৈর্য্য হোস্‌নে,

এই আমি তোর শ্যামকে আন্‌তে চোল্লেম।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গমন।)

(রাগিণী জংলাট। তাল খয়রা।)

ধূড়ে বৃন্দা বৃন্দাবন-চন্দ্রে, বৃন্দাবনে বনে বনে।

[ঐ যায়রে দূতী দাবাদগ্ধ মৃগীর মত]

—দূতী ধা ধা করি ধায়, ইতি উতি চায়,

চপল চকিত নয়নে।

—ধূড়ে গিরি গোবর্দ্ধন, নিকুঞ্জ-কানন,

মধুবনে নিধুবনে সঘনে॥

বৃন্দা। (স্বগত) ভাল, একবার কেন উচ্চস্বরে ডেকে দেখিনে কি জানি যদি রাধার মান-কৃত নিদারুণ ব্যবহারে মনে ঘৃণা বা অপমান বোধ হওয়ায় কোন নিবিড় বনে বোসে থাকে; অথবা কেমন কোরে মানভঙ্গ কর্‌বো এর উপায় চিন্তা কোর্‌তে কোর্‌তে নিদ্রিত হোতেও পারে। (উচ্চস্বরে সকরুণ আহ্বান)

(রাগিণী মনোহর সাহী। তাল লোফা।)

কোথা রৈলে হে এস রাধার প্রাণবল্লভ।

আর মানিনীর মান নাই;

—তোমার আর সাধ্‌তে হবে না হে,

বঁধু! ভয় নাই কিছু বোল্‌বে না হে;

—আগে উপেক্ষিল মানের ভরে,

"এখন" না দেখে সে প্রাণে মরে,

[সে যে তোমা বিনে জানে না হে]॥

অন্বেষণ করি বৃন্দা গোবিন্দ না পেয়ে

যুগলকুণ্ডের তটে উত্তরিল গিয়ে;

শ্রমযুক্ত হোয়ে বসি তমালের তলে

দ্যাখে চূড়া বাঁশী বাঁধা আছে তার ডালে।

দেখিয়ে বৃন্দার মনে সন্দেহ জন্মিল;

বৃন্দাবন চন্দ্র বুঝি কুণ্ডে ঝাঁপ দিল;

হাহাকার কোরে কাঁদে কোথা কৃষ্ণ বোলে।

ভাসিল বৃন্দার মুখ নয়নের জলে॥

বৃন্দা। (তমালে চূড়া বাঁশী বন্ধন দর্শনে)

ওমা এ আবার কি তবে কি, রাধা বল্লভ

এই রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন পরি-
ত্যাগ কোরেছে, এই জন্যেই কি কোন
স্থানে তার সন্ধান পেলেম না, হায়! হায়!
কি সর্ব্বনাশ হোলো, (শ্রীমতীকে উদ্দেশ
কোরে) আহা, কৃষ্ণপ্রিয়ে! এতদিনে বুঝি
তোমার সকল সৌভাগ্য ফুরাল,—

(রাগিণী মনোহর সহী। তাল লোফা।)

কি বলিয়ে দাঁড়াবরে যেয়ে প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার সম্মুখে।
=হায় হায়, আমি নিতে এলেম শ্যাম সুধাকরে,
[রাইকে কতই আশা দিয়ে]
এখন যেতে হোলো সুধা করে॥

(তাল খয়রা।)

—যখন সুধাইবে সুধামুখী রাই আমায়
[মরি হায়রে] তখন কি ধন দিয়ে আমি বুঝাব রাধায়;
"রাধার" প্রাণ জুড়াবার ধন, যেই কৃষ্ণধন—
সে ধন বিনে কি ধন আছে বসুধায়;
হায় হায়, আসাপথ চেয়ে রাই রোয়েছে বসি,
"ভাবছে" কতক্ষণে বৃন্দে আনবে কাল শশী;

তাতে আমি অভাগিনী, হোয়ে কাল-নাগিনী,
কেমনে দংশিব তারে কুঞ্জে পশি ;
না গেলে থাকিবে আমার আমার আশে,
যেতেও শঙ্কা করি রাধার প্রাণ-নাশে ;
"এই" চূড়া বাঁশা হেরি, প্রাণ ত্যজি প্যারী
"এত" সুখের হাট বুঝি অকূলে ভাসায়।
(তাল লোফা।)
—হায়রে আমি কি করিব, কি দিয়ে রাই বাঁচাইব
[রাই বাঁচাবার কোন উপায় যে দেখিনে—
হায় হায়, এবার বুঝি কিশোরীকে বাঁচাতে নারিলাম]
—"হায় রে" এখনই বজ্র পড়ুক আমার শিরে ;
[কিশরীর কাছে যেন যেতে আর হয় না—
শ্যাম-সোহাগিনীর নিদান দশা,
যেন দেখ্‌তে আর হয় না]
রাই যেন দেখে না এ অভাগিনীরে ॥১

বৃন্দা (স্বগত) এখানে বোসে আর কি করি, যদি
ব্রজের জীবনধন শ্যামচন্দ্রই অস্ত হয়, তবে
শ্রীরাধিকার জীবন যাবে এভয় কোরে কি

কর্‌বো কৃষ্ণশূন্য জীবন অপেক্ষা তখনই মরণ ভাল (চূড়া বাঁশী গ্রহণ পূর্ব্বক বৃন্দার কুঞ্জ সমীপে গমন এবং অধোমুখে অশ্রু-বর্ষণ।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীমতী। (ব্যস্ত হোয়ে) বৃন্দে! এ কি?
প্রাণকান্তে আন্‌তে গেলে,
কেন কাস্তে কাস্তে ফিরে এলে?

(রাগিণী সিন্ধু মল্লার। তাল রূপক।)

ও তাই বল্‌গো বৃন্দে; আন্তে প্রাণকান্তে,
গেলি কাননান্তে, এলি কান্তে কান্তে কেন,
কোথা রেখে প্রাণ গোবিন্দে।
— সহজে পুরুষ পরুষ হৃদয়,
মম দোষে রোষে হোয়ে কি নির্দ্দয়;
"দিয়ে" অন্তরে বেদন, কোরেছে ভৎসন
বিরসবচনছন্দে?

(ভৈরবী একতালা)

—"কেন" চলিতে না চলে যুগলচরণ,
ব্যাধ-শরে বিদ্ধ হরিণী যেমন,
অনিবার নেত্র-বারি-বিমোচন,
বিম্বাধর শুকায়েছে কি কারণ;
[বুঝি বনে কি বিপদ্ ঘটেছে]
—অনিষ্ট-শঙ্কিত বন্ধুর হৃদয়,
দেখে মনে হয় কতই ভাবোদয়।
প্রকাশিয়ে বোল্‌তে চাও, কিন্তু নার বোল্‌তে
বুঝি না সরে মুখারবিন্দে ॥ ১

বৃন্দা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) রাধে! হায় হায়,—

শ্রীমতী। (হস্তধারণ পূর্ব্বক ব্যস্ত হোয়ে) বৃন্দে! ওকি বোল্‌তে বোল্‌তে আবার মৌনী হোলে কেন, তোমার ভাব দেখে বোধ হোচ্ছে যেন কোন সর্ব্বনাশ ঘোটেছে, বলি, আমার প্রাণ-বল্লভকে কোথায় রেখে এলে? শীঘ্র বল।

বৃন্দা। (অশ্রুবর্ষণ করতঃ) শ্যাম-সোহাগিনি!

আর বল্‌বো কি এতদিনে বুঝি সুখের
বৃন্দাবন অন্ধকার হোলো—
কি সুধাও চন্দ্রাননে ! বোল্‌তে না সরে অনানে
সে কথা কি কহিবার কথা ;
ভাবি না বলিলে নয়, বলিলে প্রমাদ হয়,
এযে বড় শঙ্কটের কথা।
বৃন্দাবনে প্রতিক্ষন, কোরে কৃষ্ণ অন্বেষণ,
কোন স্থানে দেখিতে না পেয়ে—
এসে রাধা-কুণ্ড-তটে, তমাল তরু নিকটে,
বসিলাম ক্ষেদান্বিত হোয়ে,
দেখি তমালের গাছে, চূড়া বাঁশী বাঁধা আছে,
কিন্তু নাই মুরলী বদন ;
ভাব্‌লাম তবে কি হরি, গোকুল অনাথ করি,
রাধা-কুণ্ডে ত্যজিল জীবন।
দেখে হোলো মনস্তাপ, দিলাম কুণ্ডেতে ঝাঁপ,
তাতে কোন চিহ্ন না পাইয়ে—
দুখে বুক ফেটে যায়, হইলাম নিরুপায়,
এলাম এই চূড়া বাঁশী নিয়ে॥

শ্রীমতী। (স্থির-নয়নে) হায় হায়, বৃন্দে!
কি বোল্লে, তবে কি—(মূর্চ্ছিতা)

বৃন্দা। (চমকিত হোয়ে) রাধে ও প্রেমময়ি!
কি বোল্‌ছিলি বল? হায় হায় যা ভাবলেম
তাই হলো—

(রাগিণী। লুম ঝিঁজিট তাল একতালা।)

মরি হায় হায় হায়, না দেখি উপায়,
একি দায় কি বিপদ্‌ ঘটিল;
এই যে অসাধার—দুঃখে—শ্রীরাধার
প্রাণ বাঁচান ভার হইল।
= কি অশুভক্ষণে কোরেছিল মান,
কেন না রাখিল শ্যামের সম্মান,
হায় হায় সে মান "হোয়ে" শমন সমান,
ধনীর মান প্রাণ শ্যাম, সব নাশিল॥
—হায় এ দারুণ দূতী কি কর্ম্ম করিল,
হায় বিসম্বাদে কি সম্বাদ দিল,
হায় কি সাধে আজ বিবাদ ঘটিল,
হায় জগৎ ভরি কলঙ্ক রটিল।

=হায় রে আজ অবধি ভাঙ্‌লো প্রেমের হাট,
ঘুচে গেল মোদের সব ঠাট নাট,
হায় রে সুখের ঘরে লাগিল কবাট,
অকূল দুঃখার্ণবে গোকুল ভাসিল ॥ ১
—হায় প্রবল হোয়ে বিচ্ছেদ হুতাশন,
বিধুমুখীর শুকাল বিধু-আনন,
হায় লেগেছে বে, দশনে দশন,
নাসায় না হয় শ্বাস নিঃসরণ।
=হায় রে যে রাই মোদের সবার নয়নতারা,
আজ্‌ স্থির হোলো তার নয়ন-তারা,
এত দিনে সবে হোলেম রাই-হারা,
হায় রে দিয়ে বিধি নিধি হোরে কি নিল ॥ ২

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শ্যামলা। (স্বগত) প্রাণাধিকা রাধিকাকে অনেকক্ষণ দেখিনি, যাই একবার কুঞ্জে গিয়ে দেখে আসি (কুঞ্জদ্বারে আসিয়া ক্রন্দন শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক) ওমা এ আবার কি শুনি

এ যে দেখি রোদনের ধ্বনি না জানি ধনীর আজ কি বিপদ ঘটেছে; বাধার ফলটা কি হাতে হাতেই পেলেম।

ললিতা। কে গো শ্যামলে? এস এস ভাল সময় এসেছো আমরা আজ্ বড় বিপদে পোড়েছি।

শ্যামলা। ললিতে! আজ যে কোন বিপদ ঘটেছে, তা আমি বাড়ী থেকে বেরতেই জান্‌তে পেরেছি।

ললিতা। বৃন্দেশ্বরি! কেমন কোরে তুমি জান্‌তে পার্‌লে, তবে কি তুমি এই সম্বাদ শুনেই—

শ্যামলা। না গো তা নয়, সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারা হোলো তখন—

ভাব্‌লেম প্রাণাধিকা রাই, সারাদিন দেখি নাই,
আস্‌বো বোলে বাড়ালাম পা,
টিকটিকী টা পাছে থেকে,
টিক্‌টিক্ কোরে উঠ্‌লো ডেকে,
তবু এলাম না মানিয়ে তা।

তাইতে বলে—"বাধা না কলেত আধা"
সে যে হোক্, গোল-যোগের কারণ কি শীঘ্র
কোরে বল।

ললিতা। ওগো! তবে শুন—
মান কোরে মানিনী মাধবে উপেক্ষিল—
তার অন্বেষণে বৃন্দা বনে গিয়ে ছিল,
অন্বেষিয়ে কোন স্থানে কৃষ্ণ না পাইল,
কুঞ্জারণ্য হোতে চূড়া বাঁশী এনে দিল,
তা দেখিয়ে বিধুমুখী করে অনুভব—
অনুরাগে তনু বুঝি তেজেছে মাধব।

শ্যামলা। এই অনিশ্চিত বার্ত্তা শুনে এতদূর
শোকার্ত্ত হওয়া ভাল হয় নি, তোমাদেরই
বা দোষ কি, মানুষের চিত্ত স্বভাবতই
অনিষ্টশঙ্কিত, ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্
—মন্দটাই এসে আগে মনে উদয় হয়;
যা হবার তা হোয়েছে এখন এক কর্ম্ম
কর—আমি রাইকে কোলে কোরে বসি,
তোমরা "রাধে! তোর প্রাণ বল্লভ এসেছে"

বোলে উচ্চস্বরে ডাক ; তা হোলেই রাই এখনই সচেতন হবে।

ললিতা। বিশাখে! শ্যামলা বেস্ পরামর্শ কোরেছে ; সে যেমন বুদ্ধিমতী তারই মত কথা বটে, তবে এসো তাই করা যাক্—

শ্যামলার অঙ্গ, শ্যাম সম গুণ ধরে,
পরশে বুঝিবে ধনী, শ্যাম কলেবরে।
কৃষ্ণগতপ্রাণা রাই, কৃষ্ণনাম শুনে—
অবশ্য চেতন হবে, হেন লয় মনে।

সখীগণ। (শ্রীরাধার শ্রবণে বদন সংস্থাপন পূর্ব্বক) রাধে ওগো ব্রজেশ্বরি! একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখ—তোমার সাধনের ধন বংশীবদন এসেছেন্।

শ্রীমতী। (কৃষ্ণনাম শ্রবণে সচেতন হোয়ে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক) সখীগণ! কৈ আমার প্রাণবল্লভ কৈ ; দয়াময়! অভাগিনী কি এতই অপরাধ হোয়েছিল ? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করতঃ)

(রাগিণী মনোহর সহী। তাল লোফা।)

কি হোলো কি হোলো।

হায় কি হোলো গো সজনি আমার ;

হায় হায় কি শুনালি কি শুনালি।

—কি শুনালি ওগো বৃন্দে !

"আমার" প্রাণবল্লভ কোথা বা গ্যালো গো

[আমায় অনাথিনী কোরে]

=আমি কি ভাবিলাম কিবা হোলো গো

[শ্যাম ত পেলেম না—বড় সাধে হাত বাড়ালেম]

—প্রেম-কল্পতরুবরে বাড়াবার তরে

"সখি রে" সেচিলেম মান-জলে বড় আশা কোরে

[তরু বাড়্‌বে বোলে]

="আমি" ভাব্‌লেম এক হোলো আন,

কপাল দোষে সেই মান,

হোয়ে কুঠারের সমান সমূলেতে বিনাশিল

[হায় কি বা হোলো গো]

—"আমি" ভাস্যালেম সৌভাগ্যতরী প্রেমের সাগরে,

"হোলো" তাহে অনুকূল বায়ু বন্ধুর আদরে

[পার হোতে যে পার্‌বো গো—
বঁধুকে কাণ্ডারী কোরে]
= "আমার" গূঢ় গরব মাস্তুলে,
মানের বাদাম্ দিলেম তুলে,
"আমার" দুরদৃষ্ট হেন কালে—
ঝঞ্ঝারূপে ডুবাইলো গো।
—"যেমন" রন্ধনের সাধে দিলেম ইন্ধনে অনল;
"সখিরে" সে অনল প্রবল হোয়ে দহিল সকল।
[আমার কপাল দোষে গো—
হিতে বিপরীত হোলো]
= "আমার" মান গেল, প্রেম গেল,
প্রাণবল্লভ শ্যামও গেল;
তবে আর কি ভেবে বল,
পাপ প্রাণ দেহে রৈল গো।
[আর কোন্ সুখের আশে]

ললিতা। প্রেমময়ি! ধৈর্য্য নারীর সর্ব্বস্ব ধন ধৈর্য্য ধোরে থাক্‌লে সকল আশাই পূর্ণ হোতে পারে; এই নে তোর প্রাণনাথের

চূড়া বাঁশী নে যতন কোরে রাখ্‌ অবশ্যই কৃষ্ণচন্দ্র সকল অন্ধকার দূর কোরবেন।

শ্রীমতী। মুরলি! তুমিত প্রাণনাথের চিরসঙ্গিনী বল দেখি প্রাণবল্লভ আমার কোথায় গেল—

(রাগিণী দেবগিরি। তাল খয়রা।)

কেন গো মুরলি! বঁধু ছেড়ে র'ল,

কোথা রৈল আমার মুরলীবদন;

"আমার" শিরঃস্পর্শ কোরে, বল গো সত্য কোরে,

ব্রজসুধাকরে—ব্রজ আঁধার কোরে—

"সেত" করে নাই ব্রজলীলা সম্বরণ।

="যখন" তোকে রেখে বাঁশী, প্রাণবল্লভ গেল,

এ দাসীর কথা কিবা বোলেছিল

[তাই বল গো] যখন বজ্র পড়ে শিরে,

তখন আর কি করে—

কালাকাল স্থানাস্থান বিবেচন॥

(তাল রূপক।)

—আদ্য হোতে বঁধুর তুই অতি প্রেয়সী,

"তোরে" তিলার্দ্ধ না ছাড়ে সে কালশশী,

"আমি" যেন মান কোরে হয়েছিলেম দোষী,
"বলি তোকে" শ্যাম উপেক্ষিল কি দোষে বল বাঁশী।
—আমায় ছেড়ে গেছে, তোরেও ছেড়ে গেল,
তোর দশা মোর দশা দেখি একই হোলো,
"মুরলি!" যদি হোলো অদর্শন, জ্বেলে হুতাশন,
"এস" দুজনেতে করি জীবন বিসর্জ্জন ॥ ১

শ্রীমতী। (পুনর্ব্বার সাশ্রুনয়নে সখীগণের প্রতি) বিশাখে ও ললিতে! আমার মানে অপমানিত হোয়ে মনের দুঃখে প্রাণবল্লভ প্রাণ পরিত্যাগ কোরেছেন, আমার কি জগতে মুখ দেখাতে আছে, এ অভাগিনী পাপীয়সীর মুখ দেখ্‌তে তোদেরও মহা-পাপ। তোদের বিনয় কোরে বোল্‌ছি, তোরা শীঘ্রকোরে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দে; আমি সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রাণনাথের অতি আদরের ধন এই মুরলীকে বুকে কোরে ঝাঁপ দিয়ে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো।

শ্যামলা। (শ্রীমতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ওগো

রাধে! ও বিনোদিনি! তুমি এত বুদ্ধিমতী হোয়ে কেন এমন অবোধিনী হোলে, ভাল-কোরে জান্‌লে না শুন্‌লে না একেবারে হতাশ হোয়ে প্রাণত্যাগ কোর্‌তে চল্‌লে, ছি ছি এমন কাজ কখন কোরোনা, আমার কাণে কাণে যেন কে বোলে দিচ্ছে যে, "তোমাদের প্রাণবল্লভ এলেন বোলে তোমরা অধৈর্য্য হোয়োনা" রাধে! এটাও কেন ভেবে দেখ না যে, যে জগতের প্রাণ তার প্রাণ যাওয়া কি সাধারণ কথা,—

(রাগিণী ঝিঁজিট। তাল একতালা।)

শ্যাম ত নয় গো, তোমার একার প্রাণ;
কেন তোমার মানের দায়ে প্রাণবল্লভ দিবে প্রাণ।
—"সে যে" ব্রজপতির প্রাণ, যশোমতীর প্রাণ,
সব গোপীর প্রাণ, ব্রজসখার প্রাণ,
দাস দাসীর প্রাণ, ব্রজবাসীর প্রাণ,
"ধনি!" জান, তার প্রাণ কি সামান্য প্রাণ,
সে কি বধি সবার প্রাণ, ত্যেজ্‌তে পারে প্রাণ;

=আমি করি অনুমান, পেয়ে অপমান,

ভাঙ্তে তোমার অভিমান,

"বুঝি" কোরে থাক্‌বে তোমার মানের উপর মান।

—"যেমন" তুমি কোরে মান, লওনা শ্যামের নাম;

"তেম্নি" সেও কোরে মান, লবেনা তোমার নাম;

বংশী ত্যাগের হেতু, "ও যে" বলে রাধানাম;

"আবার" চূড়ায় শিখী-পাখায়,লেখা তোমার নাম;

[তাইতে চূড়া ত্যাগ কোরেছে—

সে যে মানের শিরোমণি]

=তুমি সুচতুরা, সখীরাও চতুরা,

তবে কেন সবে এত শোকাতুরা,

কেন, না জেনে না শুনে ত্যেজ্‌তে চাও প্রাণ॥

শ্রীমতী। শ্যামলে! তোমার কথায় আমি অনেক ভরসা পেলাম, কাজেই আমাকে আশাপথ চেয়ে আর দুই চারি দিন থাক্‌তে হোলো।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ললিতা। (কলাবতীর বেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) বিশাখে ও শ্যামলে, দেখ্ দেখ্ একটী পরম সুন্দরী যুবতী, আমাদের দিকে আস্‌ছে।

বিশাখা। আবার দেখেছিস্ হাতে একটী বীণা যন্ত্র।

কলাবতী। (স্বগত) ঐত শ্রীরাধার কুঞ্জ দেখা যাচ্ছে, তবে এইখান হইতেই গান আরম্ভ করি (বীণাবাদন পূর্ব্বক গান)

(রাগিণী সুরট মল্লার। তাল যদ্।

সদা জয় রাধে, শ্রীরাধে রাধে, রাধে বল বীণে !
আমারি প্রাণ বাঁচেনা সে বোল বিনে,
সে বোল বিনে আর বোল্ বিনে।

=অন্যের যে অন্য বল, রাধা মোর অনন্য বল,
হোয়েছি আজ্ শূন্যবল শ্রীরাধার ঐ বল বিনে।
—"আমি" মরি যে নাম শোনা বিনে,
মোরে সে নাম শোনা বীণে,
তা বিনে আর শুনাবিনে, ও সোণা বীণে;
=যে রাধানাম-সুধাপানে, চায় না মন আর সুধাপানে,
সেই নাম-সুধাদানে ক্ষণার্দ্ধ ক্ষমা পাবিনে॥ ১
—"আমার" সঙ্গে রাধা অঙ্গে রাধা,
রাধা আমার অঙ্গের আধা,
দেখনা হোয়েছি আধা শ্রীরাধা বিনে;
=আমি আছি রাধার প্রেমে বাঁধা,
যার লাগি বৈ নন্দের বাধা,
ঘুচাবে কে মনের বাধা সে রাধা-সাধন বিনে॥ ২
—"আমি" দীক্ষিত শ্রীরাধা-মন্ত্রে, শিক্ষিত শ্রীরাধা-তন্ত্রে,
যন্ত্রিত শ্রীরাধা-যন্ত্রে, স্বতন্ত্রগুণে;
=রাধা মোর জীবনের জীবন,
রাধা বিনে যায় রে জীবন,
যেমন যায় চাতকের জীবন জলধরের জল বিনে॥৩

শ্রীমতী। সখীগণ! কি আশ্চর্য্য রূপ দেখেছ, মরি মরি, এমন রূপ ত কখন দেখিনি, বন যেন আলো কোরে আস্‌ছে!—

(রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল খয়রা।)

প্রাণ সৈ! ঐ কি হেরি নিরুপমা রূপমাধুরী,
এল কোথা হোতে এ যুবতী সতী;
সুধাও দেখি সুধামুখীর কি নাম কোথা বসতি।
=এত রূপের নারী আছে ত্রিভুবনে,
কভু কার মুখে শুনি নাই শ্রবণে,
শচী, উমা, রমা, রম্ভা, তিলোত্তমা,
তা হোতে উত্তমা এ যে রূপবতী।
—"কিবা" অঙ্গের আভা হেরে পয়োধর হারে,
হাঁসে যেন বক্ষে পয়োধরে হারে,
জগতের শোভা করি সমাহারে,
কোন্ রসজ্ঞ বিধি গোঠেছে উহারে;
=কিবা শোভা করে মণি-চুরী করে,
পুরুষ থাক্ নারীর মনই চুরি করে,

পরে কেবা না এমন চুরী করে,
করের গুণে করে চুরীর কি শকতি ॥১
—"মরি" যেন কতই রসে ভরা সব্ আকার,
তুল্য নহে শশী, শারদ রাকার,
ব্রজ মাঝে রূপ আছে সবাকার,
বল দেখি সখি ! এমনধারা কার ;
=হাস্য-সুধা ক্ষরে বদন-সুধাকরে,
দেখে লাজে লুকায় গগণ-সুধাকরে,
"কিবা" বয়সে নবীনা, করে শোভে বীণা,
"বুঝি" সঙ্গীত-প্রবণা হবে রসবতী ॥২
—"সখি !" একি দৈবমায়া ত্রিলোকমোহিনী,
কিবা শিবের মনোমোহিনী মোহিনী,
নারীরূপে কভু নারীর মন মোহিনী !
এ মোহিনী বুঝি জানে কি মোহিনী ;
=দেখ না! যে রূপ রূপসী রমণী,
একে যদি দ্যাখে লম্পটশিরোমণি,
এ ব্রজরমণী ত্যেজিয়ে অমনি,
এ রমণীর সনে করিবে গতি ॥ ৩

ললিতা। ওগো! দেখ দেখি ঐ রমণীর পাছে পাছে আমাদের কুন্দলতা আস্‌ছে না?

বিশাখা। হ্যাঁ হ্যাঁ কুন্দলতাই ত বটে।

শ্রীমতী। আমার বোধ হয়, কুন্দলতার সঙ্গে এ রমণীর বিশেষ পরিচয় থাক্‌তে পারে, (কুন্দলতাকে নিকটে আগত দেখে)—

(রাগিণী গৌরশারঙ্গ। তাল আড়া।)

এস কুন্দলতে! হেথা কোথা হোতে আসা হোলো,
তোমার সঙ্গিনী, ধনি এ রঙ্গিনী কেগো বল।
—জানিতে এই অভিলাষ, কোন্‌ কুলে হোলেন প্রকাশ,
করিলেন কার্‌ কুলোজ্জ্বল।
—জন্ম কি এই অবনীতে, অবনীতে কার্‌ বনিতে,
"এমন" ভাগ্যবতী কার বনিতে,
যে জঠরেতে ধোরেছিল।
কি আশাতে পদব্রজে, দিলেন এসে পদ ব্রজে,
সৌভাগ্য-সম্পদ ব্রজের এত দিনে জানাগেল॥ ১
—আকৃতি প্রকৃতি হেরি, বোধ হয় যেন বংশীধারী,
চূড়া বাঁশী পরিহরি—রমণী-সাজে সাজিল।

="বিধি" বিরল করিয়ে সার, নব নবনীত সার—
নিয়ে এ সৌন্দর্য্য সার মানসে কি গোঠেছিল॥ ২

কুন্দলতা। ওগো রাধে! এযুবতীর সঙ্গে
আমার অনেক দিনের চেনা শোনা—
নাম ইঁহার কলাবতী, মথুরাপুরে বসতি,
জন্মেছেন দ্বিজরাজ বংশে,
অশেষ গুণের খনি, সঙ্গীততে-শিরোমণি,
রূপে গুণে কে বা না প্রশংসে।
পুরন্দর-পুরোহিত, করিতে ইঁহার হিত,
বিনা যত্নে গীত শিখাইল;
তোমার স্থানে পরিচিতা,-হোতে এই সুচরিতা,
মোরে সঙ্গে কোরে হেথা এল।

শ্রীমতী। কুন্দলতে! আজ আমার বড় সুপ্রভাত জন্মান্তরের পুণ্যবলেই এঁর দর্শন পেলেম অথবা বিধাতা নিজ দয়াগুণে অসাধনে এই অমূল্য চিন্তামণি আমারে মিলিয়ে দিলেন, যদি দয়া কোরে দুঃখিনীর কুঞ্জে পদার্পণ কোরেছেন, তবে কিছু...........

কুন্দলতা। বল না, তাতে আর এত সঙ্কুচিত হোচ্ছ কেন, কিছু গান বাদ্য শুন্‌বে বুঝি?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলাবতী। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) রাজনন্দিনি! আমি শুনিছি যে, আপনারা বড় সুরসিক, কেমন কোরে মানীর মান রাখ্‌তে হয়, তা আপনারা বেস জানেন, তাই-ই যদি না হবে তবে জগৎ-চিন্তামণি, কেন আপনাদের প্রেমে এত আবদ্ধ হবেন, আমি বড় সাধ কোরে এসেছি যে, মন খুলে আপনাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ কোর্‌বো, কিন্তু আমা বড় দুর্ভাগ্য নৈলে আপনারা আমার কাছে এত সঙ্কুচিত হবেন কেন, যা হোক্ চন্দ্রাননে! তবে যথাসাধ্য কিছু বলি শুনুন্—

(রাগিণী সুরট মল্লার। তাল কাওয়ালি।)

ধনি! শোন মন দিয়ে মম গীত;
সঙ্গীত রীতিমত প্রীতি লাগায়ে সবে ক্রমাগত
দ্রবীভূত হবে তব চিত।
—না দের্ দের্ তোম্ দের্ দের্ তাদের তোম্
তানা—দেরে দানি,
তা দের তা না দে-রে দা নি নি তারে তারে দানি,
সা রে গা রে রে গাম্মা গারে সা,
গা রে সা গা রে সা রে সা,
নি ধা, পা মা গা রে সা গাওয়ে ত্বরিত॥
—গুণিগণ বন্দ্য প্রবন্ধ ছন্দগত,
কত কত তাল রসাল মনোগত,
মনমথ উনমতকারী।
—ধুম্ কেটে তাক্, ধা কেটে তাক্ ধেন্না,
ধে ধে কাটা ধেন্না, তেরে কাটা তাক্
ধুম কেটে তাক্ ধেন্না, ধা কেটে কেটে তাক্ ধেন্না,
গারাজ্ঞা সুরাজা ছোখা মুরাজা মৃদঙ্গা,
রঙ্গে ভঙ্গে হারা হারা-থা সঙ্গীত॥

শ্রীমতী। আহা মরি মরি, কি চমৎকার গানই শুন্‌লেম ; ওগো বিশাখে! কলাবতী সামান্য নারী নয়, একাধারে এতরূপ আর এত গুণ কি মানবীতে সম্ভব হয় ?

বিশাখা। তাইত গো এমন রূপও কখন দেখিনি, এমন গানও কখন শুনিনি, রাজনন্দিনি! ইঁহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে হবে।

শ্রীমতী। সখীগণ! আমার এই গজমুক্তা হার আর এই কাঁচলি দিলে ভাল হয় না ? নৈলে দিবার মত আর ত কিছু দেখিনে।

ললিতা। ওগো! ভালই বিবেচনা কোরেছ ; তবে তাই-ই দেও।

বিশাখা (মুক্তাহার ও কাঁচলি লইয়া) ওগো কলাবতি! আমাদের রাজকুমারী আপনার গান শুনে বড় সন্তুষ্ট হোয়ে এই পারিতোষিক দিয়েছেন, অনুগ্রহ কোরে গ্রহণ করুন্।

কলাবতী। ললিতে! আমি তোমাদের রাজ-
কুমারীর সন্তোষ ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা করিনে
তিনি যে আমার উপর সন্তুষ্ট হোয়েছেন,
সেইই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।—

(রাগিণী সিন্ধু পরজ। তাল যৎ।)

"ললিতে গো" একি, এতে কি প্রয়োজন;
শুন কৈ সৈ, আমার যে মনন।
=আমি হই দ্বিজনন্দিনী, নহিত এ ব্যবসায়িনী,
"যদি" তুষ্ট হোয়ে থাকেন ধনী,
তবে দিতে উচিত আলিঙ্গন॥
—শিক্ষিত হইয়ে গীতে,
পারি নাই পরীক্ষা দিতে,
শুনিলাম নাই পৃথিবীতে,
রাধা-সম গুণজ্ঞ জন;
="আজি" গুণের পরীক্ষা হোলো,
"তাঁকে" দেখেও নয়ন জুড়াল,
"এখন" পরশ হোলে সফল—
আমার হোতে পারে এ জীবন।

ললিতা। ওগো কুন্দলতে! ইনি তোমার বিশেষ পরিচিত এঁর স্বভাব তোমার ভাল কোরেই জানা আছে তাই জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের রাজকুমারী বড় আহ্লাদ কোরে এই পারি-তোষিক দিলেন তা ইনি কেন গ্রহণ কোচ্ছেন না, উপযুক্ত পুরস্কার নয় তাই বোলে কি?

কুন্দলতা। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) ওগো! তা নয়, ইনি ভারি লজ্জাশীল, গায়ের কাপড় খুলে সকলের সাক্ষাতে কাঁচলি পোর্‌তে সঙ্কুচিত হোচ্ছেন, তা আমি বলি কি, যে রাধিকা ওঁকে আলিঙ্গন কোরে ওঁর হাতে কাঁচলি আর হার দিন্‌ উনি না হয় বাড়ী গিয়েই পোর্‌বেন।

শ্রীমতী। ওগো কুন্দবল্লি! এ যে বড় নতুন বোল্‌লি; বলি, নারীর কাছে আবার নারীর লজ্জা কি গো; ভাল, নতুন দেখা বোলে যদি লজ্জাই হোয়ে থাকে, তা না হয় সে লজ্জা ভেঙ্গেই দিচ্ছি।

কুন্দবল্লী। (স্বগত) এত যে কৌশল কোর্‌লেম এতক্ষণের পর বুঝি সে সব প্রকাশ হয়, তা হোলে ত দেখি বড়ই লজ্জা ; (প্রকাশ্যে) রাধে ! আজ না হয় থাক্‌লোই বা এখনত উনি নিত্যই আস্‌বেন, তখন লজ্জা আপনা হোতেই ত ভেঙ্গে যাবে।

শ্রীমতী। ওগো! পোড়া লজ্জা কেন আমাদের সুখের বাদী হবে, লজ্জা ভাঙ্গাভাঙ্গি না হোলে কি কখন ভালবাসা-বাসি হয় ? (সখীগণের প্রতি) ওগো! তোমরা কলাবতীকে কাঁচলি আর হার পরিয়ে দেও।

সখীগণ। (কলাবতীর পরিহিত কাঁচলি খুলিবা মাত্র স্তনস্থানীয় কদম্বপুষ্পদ্বয় ভুমিতে পতন, তদ্দর্শনে করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক হাস্য করতঃ) ওমা এ আবার কি, রাধে! দেখে যা দেখে যা, বড় হাঁসির কথা।

শ্রীমতী। কুন্দলতে! বড় যে, মাথা হেঁট কোরে থাক্‌লি, মনের মত দেবর পেয়ে

কি এমন কোরেই চলাতে হয়। ওগো।
ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে জানিস্ ত?

(রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।)

"ভাল" ভাল কুন্দলতা ; তোমার আশালতা,
প্রায়ত ফলিতা হোয়ে উঠেছিল :
"তাতে" কৃত্রিম পয়োধর হোয়ে পয়োধর,
লজ্জা-বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিল।
— যন্ত্রণা ঘটিল মন্ত্রণারি দোষে,
সাধে সাধে অধোমুখী হোলে শেষে ;
"শ্যামত" নহে তব পর, আপন দেবর,
"তাঁকে" হেন পয়োধর কেন দেওয়া হোলো॥
—করী ধরে যারা মাকড়ের জালে,
তারা কি কখন ভোলে ইন্দ্রজালে,
ভুলাইতে ভাল বাড়ালে জঞ্জালে,
বাধতে এসে বন্দী হোলে আপন জালে ;
— বুড়োর মাঝে তোমায় জান্তেম অতি সাধ্বী,
জানাগেল এখন সকল বুদ্ধি শুদ্ধি,

[তুমি আজ জিনিলে] দেবর সনে মিলে,
জয়ধ্বজা তুলে ত্বরায় গৃহে চল॥

কুন্দলতা।
বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বোলে মর্‌তে ছিল রাই ;
পোড়া প্রাণ কেন কেঁদে-উঠ্‌লো শুনে তাই।
প্রাণনাথ দিয়ে তার বাঁচাইতে প্রাণ—
এখন ঘৃণায় দেখি যায় মোর প্রাণ।
যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর ;
কাল-ধর্ম্মে বিধি! এ কি অবিচার তোর।

কলাবতী। কুন্দলতে! তুমি কেন এত লজ্জিত হোয়েছ, মানীর মান ভগবানই রাখ্‌বেন, আমি এই বেশেই রাধার মান ভেঙ্গে তোমার মান রক্ষে কর্‌বো। তুমি ধৈর্য্য ধোরে এখানে বোসে থাক, আমি যাব আর আস্‌বো।

(রাগিণী ঝংলাট। তাল একতালা।)
শোন ব্রজনারী, প্রতিজ্ঞা আমারি,
নারী-বেশে এসে ভাঙ্‌বো নারীর মান।

=জানা যাবে তোরা কেমন সুচতুরা,
ত্বরিতে করিতে হোলো সে সন্ধান ॥
—যে না পারে আমার নাম গন্ধ সহিতে,
এখনই আসিব তাহারই সহিতে,
"যখন" বোলে হিতাহিতে আমার সহিত,
=যত্ন পাবে ধনী মিলাতে
"তখন" মান তেজে যাস্তে হবেই সে বিধান।

কুন্দলতা। দেবর! সখীদের উপহাস আর সহ্য হয় না, এমনই ইচ্ছে হোচ্ছে যে জলে গিয়ে ঝাঁপ দি, কেমন কোরে কি কোর্ব্বে বলো দেখি।

কলাবতী। কুন্দলতে! যা কোর্ব্বো তা এখনই দেখাচ্ছি, (কপট ভাবে রোদন করিতে করিতে জটিলার গৃহে গমন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জটিলা।

কে গো তুমি কোথা হোতে হোলো আগমন,

কি দুঃখ পেয়ে বা এত করিছ রোদন?
রোদন সম্বরি বাছা বলি সবিশেষ;
তোমার এভাব দেখে হোল বড় ক্লেশ।
কলাবতী। (সাশ্রুনয়নে) ওগো আর্য্যে! প্রণাম করি—
শুন তবে বলি আর্য্যে! তোমার বধূর কার্য্যে,
আজ্ যে বড় বেজেছ অন্তরে;
সে সব তোমারে বোলে, ঝাঁপ দি যমুনা জলে
এজীবন ত্যজিব সত্বরে।
কলাবতী মোর নাম, বর্ষানে জনক ধাম,
মাতৃস্বসা কীর্ত্তিদা আমার,
কিক্ষণেতে সেই খানে, দেখা ছিল রাধা সনে
তদবধি ইচ্ছা দেখিবার।
বহুদিন পতিঘরে, অতি দুঃখে বাস কোরে,
পিতৃঘরে এসেছি কাল রাত্রে;
আজি অতি সংগোপনে, এলেম রাধা দরশনে,
জুড়াইব তনু মন নেত্রে।
তাহার উচিত শাস্তি, করিল যত্নপ্রবোন্নাস্তি,
অকারণে রাধিকা আমার;

এখনি মা এজীবনে, ত্যজিব পশি জীবন,
যদি তুমি না কর বিচার ॥

জটিলা। (নাসিকাগ্রে তর্জ্জনী প্রদান পূর্ব্বক) ওমা সে কি গো, বৌর কি বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ হোয়েছে? কুটুম্ব, মাথার মণি শিরোধার্য্য, সেই কুটুম্বের মেয়ের এত অনাদর।—কি লজ্জার কথা, এ কলঙ্ক যে মলেও যাবে না, বাছা! তুমি মনে কোন দুঃখ কোরো না, এস আমার সঙ্গে এস—
এখনি তোমারে নিয়ে, বৌর কাছে যাব,
সকল বিবাদ গিয়ে, সমাধা করিব।
করাব তোমার সঙ্গে বৌর আলিঙ্গন;
রজনীতে এক সঙ্গে করাব শয়ন ॥

কলাবতী। ওগো! তিনি আমার মাসীর মেয়ে—মামার বাড়ীতে দুজনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে খেলা কোর্‌তেম, এমন কি কেউ কারুকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার্‌তেম না, আজ যে তিনি কেন এমন কোর্‌লেন তা

বোল্‌তে পারিনে, আমি যে তাঁর উপর রাগ কোরেছি তা নয়, তবে মনে বড় দুঃখ বোধ হয়েছে।

জটিলা। মা গো! তাতে আর দুঃখ কি, এস আমার সঙ্গে এস।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জটিলা। (কলাবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাধিকার নিকট যাইয়া ললিতাকে সম্বোধন করতঃ) বলি, হ্যাঁগো! এ সব কি শুন্‌তে পাই, ছি ছি, লোকে শুন্‌লে বোল্‌বে কি, এ যে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কপাল ব্যথা।

শুনগো ললিতে! মোর বোয়ের স্বভাব;
দেখি নাই শুনি নাই ছি ছি, একি ভাব।
এই কলাবতী, তার সম্বন্ধে ভগিনী
গোপনে আহ্লাদে এল, দেখিতে আপনি,
বহুদিন পরে দেখা বাড়িবে আহ্লাদ,
তা না, একি, সাধে সাধে ঘটালে বিষাদ।

কুন্দলতা। (স্বগত) যা হোক্ দেবর আমার খুব-
খেলা খেলেছে কিন্তু; (প্রকাশ্যে) রাধি-
কার একাজটী ভালই হয় নি।

জটিলা। যা হবার তা হোয়েছে এখন (রাধি-
কার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)—
আমার শপথ বাছা! উঠগো সত্বর—
কলাবতী সঙ্গে হেঁসে আলিঙ্গন কর,
নির্জ্জনে দুজনে কর সুখ আলাপন,
একত্র ভোজন আর একত্র শয়ন॥

(রাগিণী বাগেশ্রী। তাল ঠুংরি।)

তোমার কি ক্ষমা হৈ সাজে, ভাল নয় হেন মান।
=রূপেগুণে প্রশংসিতা কে আছে তোমার সমান॥
—তুমি বাছা রাজার ঝি, তোমায় আর শিখাব কি,
=কিসে যশ অপযশ, তাত সকলই জান।
—সম্বন্ধে তব ভগিনী—হয় এই সুভগিনী,
=তাতে এসেছে আপনি,কোর্‌লে হয় কি অপমান।
—বলি মা তোর দোষে কর, হেঁসে আলিঙ্গন কর,
=দিনেক দুদিন রেখে কর—কলাবতীকে সম্মান॥

শ্রীমতী। (স্বগত) প্রাণনাথ! ভাল চতুরালি কোরেছো; (প্রকাশ্যে অধোমুখী হোয়ে) আর্য্যে! আপ্‌নি ঘরে যান্, কার্‌সাধ্য আপনার কথা লঙ্ঘন করে;

জটিলা। বাছা! তবে আমি চোল্‌লেম, দেখ মা আর যেন কিছু শুন্‌তে না হয়। (প্রস্থান)

সখীগণ। প্রাণনাথ! তোমার মনস্কামনা ত সিদ্ধ হোলো এখন আমাদের সাধ পূর্ণ কর—

(রাগিণী মনোহর সহী। তাল লোফা।)

মোদের অনেক দিনের সাধ পূরাতে হবে হে শ্যামরায়;

[যদি আপনাহোতে সাধের সোপান হোয়েছে হে]

—শ্রীরাধাকে নাগর করি, তোমায় সাজায়ে নাগরী,

একবার বসাব কিশোরীর বামে,দেখ্‌বো কেমন দেখাযায়॥

—"এখন" তুমিত সেজেছ নারী,

[তোমায় আর সাজাতে হবে না হে]

কেবল রাইকে সাজাই বংশীধারী,

দেখ্‌বো কেমন-শোভা পায়।

[রায়ের হাতে বিনোদ বাঁশী, মাথায় মোহন চূড়া,

দেখ্‌বো তাতেই কি বা শোভা হয়]

=শুনহে মুরলী বা কার গুণ গায়;
[রাধার করে থেকে সে শ্যাম বলে কি রাধা বলে]

মিলন।

নাগর সাজিয়ে দাঁড়াল নাগরী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
হরি প্রেমাবেশে রমণীর বেশে দাঁড়ালেন তাঁর বামে
চৌদিকে সঙ্গিনী রঙ্গিনী রঙ্গেতে কেহ নাচে কেহ গায়
জয় যূথেশ্বরী শ্রীরাধাসুন্দরী জয় জয় শ্যাম রায়॥

সম্মিলন গীত।

(রাগিণী সুলতান। তাল কাওয়ালি।)

ধন্য ধন্য ধন্য তোমার মহিমা অপার।
=তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু তব প্রেম অসাধার॥
—আমরা অবলা নারী, চাতুরী বুঝিতে নারি,
নারীবেশে হোলে নারীর মানসিন্ধু পার॥
—যারা অতি প্রতিপক্ষ, তারাই হোয়ে স্বপক্ষ,
শপথিয়ে লক্ষ লক্ষ, মিলালে কোরে সৎকার॥
=কি চিত্র বিচিত্র-বিলাস, সদা দেখিতে অভিলাষ,
করিয়ে করুণা, কর বাঞ্ছা-পারাবার পার॥

সম্পূর্ণম্।